উন্নয়ন পরিকল্পনা

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

অর্থ-বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২২

চর রাজিবপুর উপজেলা পরিষদ
কুড়িগ্রাম

CamScanner

উপদেষ্টা

জনাব মোঃ জাকির হোসেন
মাননীয় সংসদ সদস্য ২৮, কুড়িগ্রাম-৪, ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

পৃষ্ঠপোষকতায়

জনাব মোঃ আকবর হোসেন হিরো, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম, ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোছাঃ জায়েদা আমিন, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

সম্পাদনায়

জনাব অমিত চক্রবর্তী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশনা কমিটি

জনাব অমিত চক্রবর্তী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব রফিকুল ইসলাম, উপজেলা কৃষি অফিসার, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ আব্দুর রব, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ মেহেদী হাসান, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।
জনাব মোঃ তৈয়ব আলী, ব্যবসায়ী, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

কারিগরি সহোযোগীতায়

গ্রন্থস্বত্ব

উপজেলা পরিষদ, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

প্রকাশকাল

জুলাই, ২০২২

CamScanner

সূচীপত্র

ক্রঃ নং		বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
		মুখবন্ধ	৫
		বাণী	৬
১.		প্রথম অধ্যায়(উপজেলার পরিচিতি)	
	১.১	উপজেলার পটভূমি	১১
	১.২	উপজেলার নামের ইতিহাস	১২
	১.৩	উপজেলার মানচিত্র	১৩
	১.৪	উপজেলার ভৌগলিক পরিচিতি	১৪
	১.৫	উপজেলার ভাষা ও সংস্কৃতি	১৪
	১.৬	উপজেলার খেলাধুলা ও বিনোদন	১৫
	১.৭	উপজেলার নদ-নদী	১৫
	১.৮	উপজেলার যোগাযোগ	১৬
	১.৯	উপজেলার ব্যবসা-বানিজ্য	১৬
	১.১০	উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য	১৭
	১.১১	উপজেলার কৃতিব্যক্তিত্ব	১৯
২.		দ্বিতীয় অধ্যায় (আর্থ-সামাজিক তথ্য)	
	২.১	উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য	২১
	২.২	বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য	
	২.২.১	ইউনিয়ন	২৩
	২.২.২	সমাজসেবা	২৪
	২.২.৩	বিআরডিবি	২৭
	২.২.৪	কৃষি	২৯
	২.২.৫	উপজেলা শিক্ষা	৩১
	২.২.৬	মৎস্য	৩৩
	২.২.৭	উপজেলা স্বাস্থ্য	৩৪
	২.২.৮	মহিলাবিষয়ক	৩৫
	২.২.৯	ভূমি ও রাজস্ব	৩৭
	২.২.১০	যোগাযোগ	৩৮
	২.২.১১	পরিবার পরিকল্পনা	৩৮
	২.২.১২	প্রাণী সম্পদ	৩৮
	২.২.১৩	সমবায়	৩৮
	২.২.১৪	মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস	৩৯

ক্র: নং	বিবরণ	পৃষ্ঠা নং
৩.	তৃতীয় অধ্যায় (পরিকল্পনা)	
	৩.১ পরিকল্পনা কি	৪২
	৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রয়োজন	৪৩
	৩.৩ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রক্রিয়া ও কৌশল	৪৪
	৩.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার ধাপ সমূহ	৪৫
৪.	চতুর্থ অধ্যায় (উপজেলার সম্পদ বিবরণী)	
	৪.১ উপজেলার সম্পদ বিবরণী	৪৭
৫.	পঞ্চম অধ্যায় (অবস্থা বিশ্লেষণ)	
	৫.১ অবস্থা বিশ্লেষণ	৫০
	৫.২ রূপকল্প নির্ধারণ	৫২
	৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ	৫২
৬.	ষষ্ঠ অধ্যায় (উন্নয়ন কার্যক্রম)	
	৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম	৫৪
	৬.২ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা	৬১
৭.	সপ্তম অধ্যায় (বাজেট)	
	৭.১ ২০১৮-২০১৯ অর্থ-বছরের প্রস্তাবিত বাজেট	৯১
৮.	অষ্টম অধ্যায়(মনিটরিং ও মূল্যায়ন)	
	৮.১ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য	৯২
	৮.২ মনিটরিং ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড	৯৩
	৮.৩ মনিটরিং ফরম্যাট	৯৪
	৮.৪ মনিটরিং ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের কাঠামো	৯৬
৯.	নবম অধ্যায় (সচিত্র উপজেলা পরিষদ)	
	৯.১ উপজেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র প্রতিবেদন	৯৭
১০.	পরিশিষ্ট	
	১০.১ উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা	১০১
	১০.২ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা	১২০

মুখবন্ধ

যে কোন দেশ, এলাকা বা সংস্থার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও যথাযথ বাস্তবায়নের উপর। বাংলাদেশ সরকারের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার দ্বিতীয় স্তরের কাঠামো হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ, স্থানীয়ভাবে সম্পদ আহরণ ও জনগনের দোরগোরায় সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন এবং উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলাকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর পঞ্চ-বার্ষিক এবং প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। কিন্তু এ যাবত কোন উপজেলাই এ পরিকল্পনা সমুহ তৈরী করেনি। যদিও কিছু কিছু উপজেলা পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বা কেবল উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে যা মান সম্মত বা কার্যকর হয়নি। ফলে উপজেলা সমুহ এ উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাবে সার্বিক উন্নয়ন ও কাংখিত সেবা নিশ্চিত করতে পারছিল না। আর এ কারনেই বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার লক্ষ্যে UICDP নামক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। আর গফরগাঁও উপজেলা সেই ৮টি সৌভাগ্যবান উপজেলাদের একটি। এ প্রকল্পের সহায়তায় চর রাজিবপুর উপজেলা ২০২১-২২ অর্থ-বছরের জন্য তার বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কাজ হাতে নেয় এবং যথাসময়ে তা সম্পন্ন করে। উপজেলা পরিষদ চর রাজিবপুর উপজেলার আওতাভুক্ত ইউনিয়ন সমুহ, সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে একটি বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করে। এ পরিকল্পনার মাধ্যমে পরিষদ আগামী অর্থ-বছরে চর রাজিবপুর উপজেলায় কি কি উন্নয়ন কাজ করবে তার একটি রুপরেখা দেয়ার চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় চর রাজিবপুর উপজেলা আগামী বছরগুলোতে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

CamScanner

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি
২৮, কুড়িগ্রাম-৪
ও উপদেষ্টা, উপজেলা পরিষদ, চর রাজিবপুর

মাননীয় সংসদ সদস্যের বাণী

গফরগাঁও ময়মনসিংহ জেলার একটি অন্যতম উপজেলা। উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন করেছে জেনে আমি অত্যন্ত খুশি। একটি এলাকার উন্নয়ন নির্ভর করে তার সুষ্ঠু পরিকল্পনার উপর। গফরগাঁও উপজেলা পরিষদের এ উদ্যোগ তার সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার সব সময়ই স্থানীয় সরকারকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। ২০৪১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত আয়ের দেশে পরিণত করা সরকারের একটি লক্ষ্য। এ ভিশনকে সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিচ্ছে, তেমনি একটি প্রকল্প UICDP। স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UICDP'র প্রধান উদ্দেশ্য হলো উপজেলা পরিষদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং স্থানীয় পর্যায়ে উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রম জোরদার করা। একটি সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মাধ্যমে জনগণ, জনপ্রতিনিধি, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এলাকার সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করবে যার ফলে সুষ্ঠুভাবে সম্পদের ব্যবহার নিশ্চিত হবে এবং সকলের দক্ষতা, জবাবদিহিতার চর্চা বৃদ্ধি পাবে। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" বই প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে যেমন সম্পদ ব্যবহারে অপচয় কমবে, তেমনি উন্নয়নের ভিত টেকসই হবে এবং অনগ্রসর জনগণের উন্নয়ন সম্ভব হবে। আমি এ চমৎকার উদ্দ্যোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং আশা করবো গফরগাঁও উপজেলা এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নে দৃঢ়ভাবে এগিয়ে যাবে।

মোঃ জাকির হোসেন, এমপি

CamScanner

মোঃ রেজাউল করিম
জেলা প্রশাসক
কুড়িগ্রাম

জেলা প্রশাসকের বাণী

দেশের স্থানীয় সরকার কাঠামোর দ্বিতীয় স্তরের প্রতিষ্ঠান হচ্ছে উপজেলা পরিষদ। প্রশাসন বিকেন্দ্রিকরণ ও স্থানীয় পর্যায়ে সম্পদ আহরনের মাধ্যমে উন্নয়ন নিশ্চিত করতে এ কাঠামো গঠন করা হয়। ১৯৯৮ সনের উপজেলা পরিষদ আইন ও উপজেলা উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকায় উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার কথা বলা আছে। বাংলাদেশ সরকার JICA এর কারিগরি সহায়তায় বাংলাদেশের ৮টি বিভাগের ৮টি উপজেলায় সমন্বিতভাবে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রতি বছরের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা করার জন্য UICDP প্রকল্প হাতে নিয়েছে। রংপুর বিভাগ ও কুড়িগ্রাম জেলার চর রাজিবপুর উপজেলা এ ৮টি উপজেলার একটি। কুড়িগ্রাম জেলার জেলা প্রশাসক হিসাবে আমি আনন্দিত ও খুশি হয়েছি চর রাজিবপুর উপজেলা সফলতাবে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করতে পেরেছে। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলা হিসেবে গড়ে তুলবে। আমি এ কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মোঃ রেজাউল করিম

CamScanner

মোঃ আকবর হোসেন হিরো
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর

উপজেলা চেয়ারম্যানের বাণী

চর রাজিবপুর উপজেলা কুড়িগ্রাম জেলার একটি প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী উপজেলা। উপজেলা সৃষ্টির পর থেকেই এ উপজেলা তার উন্নয়ন কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণের জন্য সমন্বিতভাবে উপজেলার উন্নয়ন করা কষ্টসাধ্য করে তুলেছিল । তবে আশার কথা চর রাজিবপুর উপজেলা বাংলাদেশ সরকার ও UICDP প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় ২০২২-২৩ অর্থ-বছরের জন্য একটি "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" প্রণয়ন করেছে।

সুশাসন ও জবাবদিহিতা ছাড়া যেমন একটি প্রতিষ্ঠান চলতে পারে না তেমনি জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়াও সেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। বর্তমান জনবান্ধব সরকার তাই স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের কার্যকর উন্নয়নে বিশ্বাসী। জনপ্রতিনিধি, সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, সিভিল সোসাইটি ও ব্যক্তি মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি কার্যকর ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা তৈরীর লক্ষ্যেই এ প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে বলে আমি জেনেছি। এটা বাস্তবায়িত হলে পরে যেমন একটি পরিকল্পিত উন্নয়ন সম্ভব হবে তেমনি প্রতিষ্ঠান সমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতাও বৃদ্ধি পাবে। জনগন প্রত্যক্ষভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহনের ফলে নিজেদেরকে মর্যাদাপূর্ণ ভাববে।

আমি এ উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানচ্ছি এ উপজেলাকে এ পাইলট প্রকল্পে রাখার জন্য। আমি আশা করবো উপজেলা পরিষদ এ পরিকল্পনা মোতাবেক তার উন্নয়ন কাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত রাখবে।

মোঃ আকবর হোসেন হিরো

CamScanner

অমিত চক্রবর্তী
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাণী

গফরগাঁও উপজেলা ময়মনসিংহ জেলার একটি অন্যতম প্রধান উপজেলা। ভৌগোলিক অবস্থান, অর্থনৈতিক কর্মকান্ড এবং জীবনযাত্রার মানেও এই উপজেলা আলোচিত এবং আলোকিত। "বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা" করার মাধ্যমে এই উপজেলার উন্নয়ণ কর্মকান্ডে একটি সমন্বয়ের সুযোগ তৈরী হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় একটি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। সরকারী সেবায় আস্থা ফিরিয়ে আনতে সেবা প্রদান প্রক্রিয়া ও ব্যবস্থার গুণগত পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। একথা অনস্বীকার্য যে, অংশগ্রহনমূলক, শক্তিশালী, জবাবদিহিতামূলক, নিরপেক্ষ প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি ব্যতিরেকে উপজেলা পরিষদকে কার্যকরী করা সম্ভবপর নয়। সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে জনপ্রতিনিধিদের দীর্ঘমেয়াদের ভিশনই পারে ভবিষ্যতের কাংখিত মাত্রার স্থানীয় সরকার তৈরী করতে।

উপজেলার বিভিন্ন দফতরের সম্পাদিত কাজ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এখানে স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি জাতীয় দীর্ঘমেয়াদী ও স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে স্ব-স্ব দফতরের কাজের যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে। গফরগাঁও উপজেলার স্থানীয় পর্যায়ে সরকারী-বেসরকারী সেবা প্রদানকারী সকল প্রতিষ্ঠান একটি একীভূত সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে সেবা প্রদান অব্যাহত রাখবে বলে আমি মনে করি।

এই পরিকল্পনা পুস্তিকায় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী দপ্তর ও তার কর্মকর্তাবৃন্দকে ধন্যবাদ জানাই। আরো ধন্যবাদ জানাই TGP এর সদস্যবৃন্দসহ তাদের যারা এই পুস্তিকা প্রণয়নে নিরলসভাবে কাজ করেছেন এবং একে স্বার্থকভাবে প্রকাশ করেছেন।

অমিত চক্রবর্তী

প্রথম অধ্যায়
উপজেলার পরিচিতি

১.১ এক নজরে চর রাজিবপুর উপজেলা

ব্রহ্মপুত্র নদ দ্বারা বিভক্ত ১১১.০৩ বর্গ কিঃমিঃ এলাকা নিয়ে দ্বীপের মত হয়ে চর রাজিবপুর উপজেলা গঠিত। উত্তরে রৌমারী, উত্তর-পশ্চিমে চিলমারী এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, দক্ষিনে জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ থানা, গাইবান্ধা সদর উপজেলা এবং ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বে ভারতের মেঘালয় রাজ্য এবং পশ্চিমে গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলা দ্বারা বেষ্টিত।

উপজেলার পটভূমি ও ভৌগলিক অবস্থানঃ ১৯৮৩ সালের ০১ আগস্ট তারিখে ০৩ টি ইউনিয়ন নিয়ে চর রাজিবপুর উপজেলার যাত্রা শুরু। কুড়িগ্রাম জেলার অন্তর্ভূক্ত হলেও উপজেলাটি জেলার মূল ভূখন্ড থেকে সম্পূর্ণ নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। কুড়িগ্রাম জেলা সদর থেকে সড়ক পথে ৩০ কিঃ মিঃ ও নদীপথে প্রায় ২০ কিঃ মিঃ পথ পাড়ি দিয়ে চর রাজিবপুর উপজেলায় পৌঁছতে হয়। তবে ঢাকা থেকে ময়মনসিংহ-শেরপুর-জামালপুর হয়ে সরাসরি সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। রেলপথে ঢাকা থেকে দেওয়ানগঞ্জ এসে সড়কপথে (৩০ কিঃমিঃ) চর রাজিবপুর যাওয়া যায়। উপজেলার পূর্ব দিকে ভারত বাংলা যৌথ বর্ডার হাট রয়েছে। এই বর্ডার হাট ও নদী, পাহাড় বেষ্টিত এ উপজেলার নয়নাভিরাম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য পর্যটকদের নজর কাড়ে। সহস্রাধিক বৃক্ষরাজি উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাসকে প্রকৃতি প্রেমীদের তীর্থস্থানে পরিণত করেছে।

১.২ উপজেলার মানচিত্র

১.৮ উপজেলার যোগাযোগ

সড়ক পথে

১) ঢাকা থেকে শেরপুর-ময়মনসিংহ মহাসড়ক পথে (প্রায় ৩.৬০ কিঃমিঃ) দুরত্বে অবস্থিত চর রাজিবপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়/চর রাজিবপুর উপজেলা পরিষদ।

রেলপথে

১) ঢাকা থেকে রেল পথে সরাসরি দেওয়ানগঞ্জ বাজার ষ্টেশন হয়ে ঢাকা হতে চর রাজিবপুর উপজেলায় আসা যায়।

১.৯ উপজেলার ব্যবসা বাণিজ্য

চর রাজিবপুর উপজেলার বাজার সমুহঃ

১। রাজিবপুর হাট-বাজার

২। বালিয়ামারী হাট-বাজার

৩। কোদালকাটি হাট-বাজার

৪। নয়াচর হাট-বাজার

১.১০ উপজেলার ইতিহাস ও ঐতিহ্য

চর রাজিবপুর উপজেলাধীন বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বর্ডার হাট একটি দর্শনীয় স্থান। এছাড়াও উপজেলা পরিষদ শিশু পার্ক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.১ উপজেলা পরিষদের আর্থ-সামাজিক তথ্য

ক্রঃ নং	তথ্যের নাম/ধরণ	তথ্যের বিবরণ
১	উপজেলার সীমানা	উত্তরে রৌমারী, পূর্বে ভারতের মেঘালয় রাজ্য, দক্ষিণে জামালপুর, দক্ষিন-পশ্চিমে গাইবান্ধা ও উত্তর-পশ্চিমে চিলমারী উপজেলা।
২	নির্বাচনী এলাকা	২৮, কুড়িগ্রাম-৪
৩	আয়তন	১১১.০৩ বর্গ কিলোমিটার
৪	ইউনিয়ন সংখ্যা	০৩ টি
৫	মোট জনসংখ্যা	৭৩,৩৭৩ জন (পুরুষ =৩৫,৩৭২ জন, মহিলা=৩৮,০০১ জন) ২০১১ এর আদমশুমারী অনুযায়ী
৬	ভোটার সংখ্যা	মোট= ৫৯,২৩৬, পুরুষ-২৯৪২৫, মহিলা- ২৯৮১১
৭	মৌজা	২৬ টি
৮	গ্রামের সংখ্যা	১০২টি
৯	এনজিও সংখ্যা	০৯ টি
১০	কলেজ সংখ্যা	সরকারি কলেজ -০১ টি, টেকনিক্যাল কলেজ-০২ টি, মহিলা কলেজ- ০১ টি মোহনগঞ্জ আদর্শ কলেজ (বেসরকারি)-০১ টি
১১	মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	মাধ্যমিক বিদ্যালয় =১২ টি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় =০৫ টি
১২	মাদ্রাসা সংখ্যা	০৬ টি
১৩	প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা	৫৭ টি
১৪	মসজিদের সংখ্যা	১৯৯ টি, রাজিবপুর-৯৪, কোদালকাটি-৩৮, মোহনগঞ্জ-৬৭
১৫	দর্শনীয় স্থানের নাম	জিঞ্জিরাম নদী তীরবর্তী প্রাকৃতিক দৃশ্য, বীর প্রতীক তারামন বিবির বাসভবন, ভারত বাংলাদেশ যৌথ বর্ডার হাট ও উপজেলা পরিষদ ক্যাম্পাস
১৬	পাকা রাস্তা	৩৪ কিঃ মিঃ
১৭	কাঁচা রাস্তা	১৬০ কিঃ মিঃ
১৮	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার	১.৩৯%
১৯	দারিদ্রতার হার	৭৯.৮% (২০১১ সালের BBS পরিসংখ্যান অনুযায়ী), ২০২২ সালে জনশুমারী ও গৃহগণনা কার্যক্রম চলমান আছে
২০	শিক্ষার হার	৩৬.৫%
২১	সরকারী হাসপাতাল	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ১টি, ইউনিয়ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র=২টি (অবকাঠামো নেই)
২২	কমিউনিটি ক্লিনিক	১৪ টি (৩ টি অবকাঠামো নেই)
২৩	ব্যাংক	সোনালী =১টি, কৃষি =১টি, গ্রামীণ ব্যাংক =১টি
২৪	বন্যা আশ্রয়ণ কেন্দ্র	২ টি
২৫	হাট ও বাজার	হাটবাজার ৭ টি, তম্মধ্যে ৪ টি পেরিফেরীভুক্ত, ৩ টি পেরিফেরীভুক্ত নয়
২৬	অফিসার্স ক্লাব	০১ টি
২৭	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স	০১ টি (নান্দনিক তিনতলা কমপ্লেক্স)
২৮	ডাকঘর	৩টি

CamScanner

২৯	সিনেমা হল	১টি
৩০	নদ-নদী	ব্রহ্মপুত্র নদ, সোনাভরী, জিঞ্জিরাম ও হলহলি নদী
৩১	আবাদী জমির পরিমান	৭৩৫২ হেক্টর
৩২	বি ও পি ক্যাম্প	০১ টি
৩৩	খাদ্য গুদাম	০১ টি
৩৪	গুচ্ছগ্রাম	০৭ টি (০২ টিতে কাজ চলমান আছে)
৩৫	গ্রোথ সেন্টার	নেই
৩৬	গভীর নলকুপ (রিং ওয়েল)	গভীর নলকুপ- ৩৩ টি কাজ চলমান, রিং ওয়েল নেই
৩৭	অগভীর নলকুপ	১২২৫ টি
৩৮	আর্সেনিকের হার	০.৫%
৩৯	পাকা স্যানিটেশন	৩০%
৪০	কাচা স্যানিটেশন	৪৮%
৪১	প্রানিসম্পদ অফিস	০১ টি
৪২	পুকুর	সরকারি পুকুর ২টি, বেসরকারি পুকুর ১ টি)
৪৩	বিল	--
৪৪	উৎপন্ন খাদ্য ও শস্য ও অর্থকরী ফসল	ধান, পাট, গম, সরিষা, ভুট্টা, চিনা, কাউন, বিভিন্ন ধরনের কলাই ও চিনাবাদাম ইত্যাদি

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অফিস ও নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ের জনবল ঃ

ক্র.নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	পুরণকৃত পদ	শুন্য পদ
উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অফিস				
১	চেয়ারম্যান	১	১	০
২	ভাইস চেয়ারম্যান	১	১	০
৩	মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান	১	১	০
৪	সাট মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	১	১	০
৫	গাড়ী চালক	১	১	০
৬	অফিস সহায়ক	২	২	০
৭	মালি ও সুইপার	২	২	০
উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়				
১	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা	১	১	০
২	অফিস সুপার	১	০	১
৩	সিএ কাম ইউডিএ	১	১	০
৪	অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	২	২	০
৫	গাড়ি চালক	১	১	০
৬	ফটোকপি অপারেটর	১	০	১
৭	অফিস সহায়ক	৩	৩	০
৮	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২	০
৯	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	২	২	০

CamScanner

২.২ বিভিন্ন বিভাগের আর্থ-সামাজিক তথ্য

২.২.১ ইউনিয়ন সমূহের তথ্য :

ইউনিয়নের নাম	আয়তন (একর)	লোকসংখ্যা (জন)		শিক্ষার হার (%)
		পুরুষ	মহিলা	
রাজিবপুর	১০৮০৭	৩৯৫০৩	৪২২৫০	৮৩.৬২
কোদালকাটি	৮৫৮৫	৩৪১৬৩	৩৩৯১৭	৬৮.২৪
মোহনগঞ্জ	৭৯৫৬	২৪৪৩৩	২৩৪৩১	৭৪.৭৬

চিত্রঃ উপজেলায় নারী ও পুরুষের তুলনামূলক বিশ্লেষণ

২.২.২ উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ঃ

০১. প্রকল্পভুক্ত ইউনিয়নের সংখ্যা ০৩ টি

০২. প্রকল্পভুক্ত গ্রামের সংখ্যা ১৩৫

০৩) জনবল কাঠামোঃ

নং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা সমাজসেবা অফিসার	০১ টি	০১	-	
২	উচ্চমান সহকারী-যুক্ত-হিসা রক্ষক	০১ টি	০১	-	
৩	ফিল্ড সুপার ভাইজার	০১ টি	-	০১	
৪	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার অপারেট	০১ টি	-	০১	
৫	ইউনিয়ন সমাজকর্মী	০৯ টি	০৮	০১	
৬	কারিগরী প্রশিক্ষক	০৩ টি	০১	০২	
৭	অফিস সহায়ক	০১ টি	০১	-	
৮	নিরাপত্তা কর্মী	০১ টি	০১	-	
	মোট=	১৮ টি	১৩ টি	০৫ টি	

০৪) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী ঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	২০১৭-১৮ অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	১০,৫৮১ জন	১০৫৫ জন	১১,৬৩৬ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	৩১৯৮ জন	৩০৫ জন	৩৫০৩ জন
৩	অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	২৪২৫ জন	২১৯ জন	২৬৪৪ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৭৪৪ জন	-	৭৪৪ জন
৫	প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির সংখ্যা	১১৩ জন	-	১১৩ জন
৬	হিজড়া ভাতা	০৬ জন	০৬ জন	০৬ জন
৭	দলিত/হরিজন/বেদে সম্প্রদায়	১৫ জন	১৫ জন	১৫ জন

ঘ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাঃ

ঘ) ক্যাপিটেশন গ্রান্ড প্রাপ্ত এতিম খানার সংখ্যা	১২ টি	১০,৬৮,০০০/-	
ঙ) নিবন্ধীকৃত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা	৩২ টি		
চ) অনুদান প্রাপ্ত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দেয় অনুদান	১০ টি	১,২০,০০০/-	

ঙ) রোগী কল্যাণ সমিতিঃ

ক্রং নং	বিবরণ	কার্যক্রম	এ পর্যন্ত উপকৃতের সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা রোগী কল্যাণ সমিতি, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম ।	শুধু হাসপাতালে ভর্তিকৃত রোগীদের বিনা মূল্যে ঔষধ, চশমা, ক্রেচ এবং অন্যান্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে।	২০৫ জন	

চ) মোট জরিপকৃত প্রতিবন্ধী সংখ্যা ঃ

পুরুষ	৩০৭০ জন	
মহিলা	২৫৫৫ জন	
হিজড়া	১৩ জন	
মোট	৫৬৩৮ জন	

ছ) প্রতিবন্ধী শিক্ষা উপবৃত্তি :

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসিক হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রাথমিক স্তর	৭৪ জন	৫০০/-	৪,৪৪,০০০/-
২	মাধ্যমিক স্তর	১৮ জন	৬০০/-	১,২৯৬০০/-
৩	উচ্চ মাধ্যমিক স্তর	১৪ জন	৭০০/-	১,১৭,৬০০/-
৪	উচ্চতর স্তর	০৭ জন	১২০০/-	১,০০,৮০০/-
	মোট			৭,৯২,০০০/-

জ) দলিত/হরিজন শিক্ষা উপবৃত্তিঃ

ক্রঃ নং	স্তর	জন	মাসি হার	বৎসরে মোট টাকা
১	প্রাথমিক স্তর	০৫ জন	৫০০/-	৩০,০০০/-
২	মাধ্যমিক স্তর	০৫ জন	৬০০/-	৩৬,০০০/-

২.২.৩ বিআরডিবি

০১) বিআরডিবি, ইউসিসিএ'র আওতাভুক্ত :-

(ক) ইউনিয়নের সংখ্যা- ০৩ টি (খ) গ্রামের সংখ্যা- ২০২ টি
(গ) পরিবার সংখ্যা- ১৯,৫৩৭ টি (ঘ) মোট জনসংখ্যা- ১,৭৬,৭১০ জন।

০২) মূল কর্মসূচির তথ্যাবলী :-

(ক) কৃষক সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪১৬ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ২৭,৮৭৪ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ২৮,৯২,০০০/- টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ২৬,৭১,০০০/- টাকা ।

০৩) মহিলা উন্নয়ন অনুবিভাগ (মউ) এর তথ্যাবলী :-

ক) মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৪৮ টি (খ) সদস্য সংখ্যা-১,৫৩৬ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ৫,০৭,০০০/- টাকা (ঘ) সঞ্চয় আমানত- ১২,৯৪,০০০/- টাকা ।

০৪) সমন্বিত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি (সদাবিক) এর তথ্যাবলী :-

(ক) দলের সংখ্যা- ৬০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ১,৮৮৫ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ৬,৭৬,০০০/- টাকা ।

৫) পল্লী প্রগতি প্রকল্পের তথ্যাবলী :-

(ক) দলের সংখ্যা- ১২ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৫৪৭ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ১,৮৩,০০০/- টাকা ।

CamScanner

৬) অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা ও তাঁদের পোষ্যদের প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রশিক্ষণ সদস্য সংখ্যা-১৬০ জন (খ) ঋণী সদস্য সংখ্যা- ৯৪ জন ।

৭) অপ্রধান শস্য উৎপাদন, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কর্মসূচির তথ্যাবলী ঃ-

(ক) দলের সংখ্যা- ৩০ টি (খ) সদস্য সংখ্যা- ৭২৩ জন
(গ) সঞ্চয় আমানত- ১,৪৫,০০০/- টাকা ।

৮) ব্যাংকে স্থায়ী আমানতের বিবরণঃ-

সর্বমোট- ১,৯৪,৬৬,৪০৭/- টাকা
(ক) মূল কর্মসূচি- ১,৬০,৭৫,০০/- টাকা (খ) মউ- ১৮,২২,৪০৭/- টাকা
(গ) সদাবিক- ৫,৭০,০০০/- টাকা (ঘ) পল্লী প্রগতি প্রকল্প- ৩,০০,০০০/- টাকা
(ঙ) ইউটিইউ- ৭,০০,০০০/- টাকা)।

৯) সেচ যন্ত্রের বিবরণ ঃ-

(ক) বিতরণকৃত সেচ যন্ত্র ঃ-

(১) মোট বিতরণকৃত গভীর নলকূপের সংখ্যা- ২৯২ টি
(২) মোট বিতরণকৃত অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ৮৮ টি
(৩) মোট বিতরণকৃত পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা- ১৫৫ টি
(৪) মোট বিতরণকৃত হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা- ১৪৯টি

(খ) মওকুফ সুবিধা প্রাপ্ত সেচ যন্ত্রের বিবরণ ঃ-

(১) গভীর নলকূপের সংখ্যা- ২৮০ টি
(২) অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ৩১ টি
(৩) পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা- ৭৮ টি
(৪) হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা- ১২৫ টি

(গ) মওকুফ সুবিধা বঞ্চিত সেচ যন্ত্রের বিবরণ ঃ-

(১) গভীর নলকূপের সংখ্যা- ১২ টি
(২) অগভীর নলকূপের সংখ্যা- ৫৭ টি
(৩) পাওয়ার পাম্পের সংখ্যা- ৭৭ টি
(৪) হস্তচালিত নলকূপের সংখ্যা-২৪ টি

১০) সেচ সম্প্রসারণ কর্মসূচি ঃ-

(ক) ০৯ টি নলকূপ মেরামত করা হয়েছে
(খ) অচল ০৬ টি নলকূপ সহ ৮৮ টি আংশিক মেরামত যোগ্য নলকূপ'র প্রাক্কলন সদর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

১১) মওকুফ প্রাপ্ত সুদের বিবরণ ঃ-

(ক) স্বল্প মেয়াদী (শস্য)- ২,০০,৯৭,০০০/- টাকা
(খ) মেয়াদী সেচ যন্ত্র- ৯,৬০,৮৫,০০০/- টাকা

১২) অবকাঠামোর বিবরণ ঃ-

(ক) পল্লী ভবন- ০১ টি (অতিরিক্ত অংশসহ)
(খ) ইউটিইউ ভবন- ০১ টি (মেরামতযোগ্য)
(গ) জোড়াবাড়ি- ০৩ টি (পলাশ, শাপলা ও ব্রহ্মপুত্র)
(ঘ) গুদাম ঘর- ০২ টি (৪০০ টন-০১ টি ও ২০০ টন- ০১টি মেরামতযোগ্য)
(ঙ) প্রশিক্ষণ হল রুম- ০১ টি (মেরামতযোগ্য)
(চ) দোকান ঘর- ০৯ টি
(ছ) পরিত্যক্ত বাড়ি- ০২ টি (গুদাম সংলগ্ন)
(জ) মূল কর্মসূচির নিজস্ব ক্রয়কৃত জায়গা ০.৭৩ শতাংশ (গুদাম, পরিত্যক্ত বাড়ি ও দোকান ঘর)

২.২.৪ কৃষি

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ
১.	মোট এলাকা	৪০১১৬ হেক্টর
২.	উপজেলার সংখ্যা	১
৩.	পৌরসভার সংখ্যা	০
৪.	ইউনিয়নের সংখ্যা	৩
৫.	মৌজার সংখ্যা	২৭
৬.	গ্রামের সংখ্যা	৯৫
৭.	কৃষি ব্লকের সংখ্যা	২৭
৮.	জন সংখ্যা	৪৭০৩৮৯
৯.	পুরুষ	২৩৫২১০
১০.	মহিলা	২৩৫১৭৯
১১.	মোট কৃষি পরিবারের সংখ্যা	৮৯৭০০
১২.	কৃষক শ্রেণী (সংখ্যায়)	
	ক) ভূমিহীন	০০%
	খ) প্রান্তিক	৪১.৯৮%
	গ) ক্ষুদ্র	১৭.৪৯%
	ঘ) মাঝারী	১০.৯৩%
	ঙ) বড়	২.২৯%

১৩.	মোট জমি (হেঃ)		৪০১১৬
১৪.	স্থায়ী পতিত (হেঃ)		৫৫০
১৫.	অস্থায়ী পতিত (হেঃ		৪৬৫
১৬.	বনভূমি (হেঃ)		২২৮
১৭.	নীট ফসলী জমি (হেঃ)		৩০৯৪০
১৮.	এক ফসলী জমি (হেঃ)		৩১১০
১৯.	দো-ফসলী জমি (হেঃ)		২২১৯০
২০.	তিন ফসলী জমি (হেঃ)		৫৬৪০
২১.	চার ফসলী জমি (হেঃ)		৮৫০
২২.	মোট ফসলী জমি (হেঃ)		৬৪৪১০
২৩.	ফসলের নিবিড়তা (%)		২০৮%
২৪.	উচু জমি	৩৭.২%	১৮৮৩৪ হেঃ
২৫.	মধ্যম উচু জমি	৪১.২%	৫৭৭৬ হেঃ
২৬.	মধ্যম নীচু জমি	১৫.৭%	৫৩৮০ হেঃ
২৭.	নীচু জমি	৪.৯%	৯৫০ হেঃ
২৮.	অতি নীচু	১ %	৪০১ হেঃ
২৯.	নীট চর এলাকা		১৪৮ হেঃ
৩০	বাৎসরিক বৃষ্টিপাত (মিঃমিঃ)		২১০-২৫০
৩১	উপজেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		৩৫°
৩২	উপজেলার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (সেলসিয়াস)		১২°
৩৩	বিসিআইসি সার ডিলার সংখ্যা		১৬
৩৪	খুচরা সার বিক্রেতার সংখ্যা		১১৭
৩৫	বিএডিসি বীজ ডিলার সংখ্যা		৩২
৩৬	পাইকারী বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		৮
৩৭	খুচরা বালাইনাশক ব্যবসায়ীর সংখ্যা		১১০
৩৮	নার্সারী সংখ্যাঃ		
	ক) সরকারী		১
	খ) বেসরকারী		২৯
৩৯	কোল্ডষ্টোরের সংখ্যা		
	ক) সরকারী		-
	খ) বেসরকারী		১
৪০	মোট খাদ্যশস্য চাহিদা (মেঃ টন)		৯৬৭৮১
৪১	মোট খাদ্যশস্য উৎপাদন (মেঃ টন)		১৬৬৫৩৪
৪২	খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত (+) ঘাটতি (-) (বীজ ও অপচয় বাদে)		৬৯৭৫৩(+)
৪৩	সেচ যন্ত্র ব্যবহারের সংখ্যা		
	ক) গভীর নলকূপ		৩৮০
	খ) অগভীর নলকূপ		১৯১১
	গ) পাওয়ার পাম্প		৫৯৭
	ঘ) রোয়ার পাম্প		০
	ঙ) ট্রেডল পাম্প		০

CamScanner

৪৪	সেচকৃত জমির পরিমাণ (হেঃ)	২৬৯৫০
৪৫	সেচকৃত জমির হার (%)	৪৩%
৪৬	সয়েল মিনিল্যাবের সংখ্যা	৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া তৈরী মেশিনের সংখ্যা	১৬
৪৭	গুটি ইউরিয়া এপ্লিকেটরের সংখ্যা	৪৮
৪৮	NPK তৈরীর কারখানার সংখ্যা	২
৪৯	ইউনিয়ন কমপ্লেক্স এ SAAOঅফিসের সংখ্যা	৫
৫০	কৃষি পরামর্শ কেন্দ্রের সংখ্যা	৫
৫১	জেলার বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	৫
৫২	আইপিএম ক্লাবের সংখ্যা	৫

২.২.৫ উপজেলা শিক্ষা অফিস

০১। আওয়াতাভুক্ত এলাকাঃ পৌরসভা-০০ টি, ইউনিয়ন-০৩ টি
০২। মোট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংখ্যা-৫৭
০৩। ক্লাষ্টার সংখ্যা-১০ টি

অফিস জনবল কাঠামো :

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০১	০১	০০
সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার	০২	০২	০০
উচ্চমান সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০১	০০	০১
হিসাব সহকারী	০১	০০	০১
অফিস সহায়ক	০১	০১	০০

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়

০১। সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-৫৭ টি
০২। শিশু কল্যাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়-০১ টি
০৩। কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয় -৬ টি

পদের নাম	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শুন্য পদ
প্রধান শিক্ষক	৫৭	৫৫	২
সহকারী শিক্ষক	৫৭০	৫৭০	-
দপ্তরী কাম প্রহরী	৫৭	৪০	১৭

CamScanner

শিশু জরিপ ২০২২

বয়স	বালক	বালিকা	মোট
৫ +	৫৭৬০	৬৩৬৩	১২১২৩
৬+	৮০৯৪	৮৯৫৫	১৭০৪৯
৭+	৭৯০৪	৮৭১৮	১৬৬২২
৮+	৭৭০০	৮২৯৮	১৫৯৯৮
৯+	৭৫৯৬	৮১২৯	১৫৭২৫
১০+	৭০০২	৭৩১০	১৪৩১২
মোট	৪৪০৫৬	৪৭৭৭৩	৯১৮২৯

ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা

শ্রেণি	বালক	বালিকা	মোট
প্রাক প্রাথমিক	৪০৯৫	৪৫১২	৮৬০৭
১ম শ্রেণি	৮০৩৯	৮৮৩৯	১৬৮৭৮
২য় শ্রেণি	৭৮৩৩	৮৬২২	১৬৪৫৫
৩য় শ্রেণি	৭৬১৫	৮২২৩	১৫৮৩৮
৪র্থ শ্রেণি	৭৫৭০	৭৯৯৮	১৫৫৬৮
৫ম শ্রেণি	৬৮৯১	৭২৭৮	১৪১৬৯
মোট	৪২০৪৩	৪৫৪৭২	৮৭৫১৫

ভর্তির হার ৯৯% ।

২.২.৬ মৎস্য সংক্রান্ত

এক নজরে মৎস্য বিষয়ক তথ্যাদি ঃ

ক্র.নং	বিষয়	বিবরণ/সংখ্যা
১	আয়তন	৪০১.১৬ ব.কিমি
২	লোক সংখ্যা	৪১৩৪৮৮ জন
৩	মৎস্য চাষীর সংখ্যা	১৬২০০ জন
৪	মৎস্যজীবির সংখ্যা	৫২৩০ জন
	মৎস্য খাদ্য কারখানা	
৫	বরফকল	৪ টি
৬	মৎস্য আড়ৎ সংখ্যা	৪ টি

৭	সরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা	০
৮	বেসরকারী হ্যাচারীর সংখ্যা (নিবন্ধিত)	১ টি
৯	জেলের সংখ্যা	৩৫৫০ জন
১০	নিবন্ধিত জেলের সংখ্যা	২৭১৮ জন
১১	আইডি কার্ড বিতরণ	১১২৪
১২	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (পাইকারী)	০
১৩	মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা (খুচরা)	২ টি
১৪	পোনা ব্যবসায়ী	২৬ জন
১৫	পোনার চাহিদা	২০৭ লক্ষ
১৬	পোনার উৎপাদন	১.৯ লক্ষ
১৭	রেনু উৎপাদন	১১০০ কেজি
১৮	মোট মাছের চাহিদা	১২৩০১ মেট্রিক টন
১৯	মোট মাছ উৎপাদন	২৪৬৩৭ মেট্রিক টন
২০	উদ্বৃত্ত মাছের পরিমান	১২৩৩৬ মেট্রিক টন

মৎস্য খামার ও উন্মুক্ত জলাশয় সম্পর্কিত তথ্যাদিঃ

ক্র.নং	জলাশয়ের ধরণ	সংখ্যা	আয়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (হেক্টর)
১	বানিজ্যিক পুকুর	১৪১৩৫	২৩৬০.৪	২০৮২৫
২	অবানিজ্যিক পুকুর	২৪১	৪১	৬১
৩	মোট পুকুর	১৪৩৭৬	২৪০১.৪	২০৮৮৬
৪	নদী	৩	১৭২০	৩৬০
৫	বিল/জলমহাল	৯৫	১৫৯০	১১৭০
৬	প্লাবন ভূমি		৬৭০১	২১৩০
৭	বর্ষা প্লাবিত ধানক্ষেত		১৭৯	৯১
	মোট			২৪৬৩৭

CamScanner

২.২.৭ উপজেলা স্বাস্থ্য

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	০১ টি
কমিউনিটি ক্লিনিক	০৪ টি

জনবল কাঠামোঃ

উপজেলা	মেডিকেল অফিসার			জুনিয়র কনসালট্যান্ট			সিনিয়র স্টাফ নার্স			৩য় শ্রেণী			৪র্থ শ্রেণী		
	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ	পদ সংখ্যা	কর্মরত	শূন্য পদ
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স	৭	৫	২	১০	৩	৭	২০	১৮	২	১৫২	১৩৩	১৯	২০	১৭	৩
উপস্বাস্থ্য কেন্দ্র	৪	৩	১	০	০	০	০	০	০	৮	৬	২	৪	৪	০
ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র	১০	৮	২	০	০	০	০	০	০	১০	৬	২	০	০	০

২.২.৮ মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের আওতাধীন রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে পরিচালিত চলমান কর্মসূচীগুলো ৬টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্ম-কর্মসংস্থান
* দারিদ্র বিমোচন কর্মসংস্থান সৃষ্টি
* আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা
* প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাবাদী ও সেবা প্রদান
* সচেতনতা বৃদ্ধি এবং
* জেন্ডার সমতামূলক কার্যক্রম

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কার্যালয় ও কর্মসূচী সমূহ ঃ

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের ০৭ টি শাখার মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ মাঠ পর্যায়ে প্রশাসনিক ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন করা হয়।

এছাড়া নানাবিধ উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সেবা সমূহ বিস্তৃত।

কর্মসূচীর ধরন অনুযায়ী প্রকল্পগুলো ৪টি গুচ্ছে বিভক্তঃ

* খাদ্য সহায়তা ও দারিদ্র বিমোচন
* নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ
*সেবাদান মূলক
*মানব সম্পদ উন্নয়ন ও আত্মকর্মসংস্থান

CamScanner

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মূল কাজসমূহ ঃ

- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল(MDG)ও দারিদ্র বিমোচন কৌশল পত্রের (PRSP) আলোকে রাজস্ব ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহন ও বাস্তবায়ন
- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যেমে নারী উন্নয়নে গৃহীত সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন।
- বৃত্তিমূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যেমে মহিলাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থা করা।
- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যেমে উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল করা।
- দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী মহিলাদের খাদ্য নিরাপত্তা,প্রশিক্ষন প্রদান এবং আয়বর্ধক কর্মসূচীতে অংশগ্রহনের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নসহ দারিদ্র বিমোচনের ব্যবস্থা করা।
- দুস্থ মহিলা উন্নয়ন কর্মসূচী
- দুস্থ মহিলা, অসহায় ও দরিদ্র গর্ভবতী মা'র জন্য ২ বছর মেয়াদী মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে = ৫০০/-করে।
- পৌরসভার কর্মজীবি মায়েদের জন্য ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল ভাতা প্রদান করা। ভাতার পরিমান প্রতিমাসে=৫০০/- করে। মোট ভাতাভোগীর সংখ্যা=৪০০ জন।
- বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত বিত্তহীন ও দরিদ্র মহিলাদের উৎপাদনমূখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ঋন প্রদান করা।
- নারীর প্রতি সহীংসতা রোধসহ নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহন করা।
- নির্যাতিত নারী ও শিশুদের আইনগত সহায়তা প্রদানসহ এসিডদগ্ধ নারীদের আশ্রয় ও চিকিৎসা সেবা প্রদান করা।
- নির্যাতিত,দুস্থ নারী ও শিশুদের সাময়িক আশ্রয়সহ আর্থিক সাহায্য প্রদান করা।
- নারী ও শিশু পাচাররোধে জনসচেনতা বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন আইন প্রয়োগের মাধ্যমে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ কার্যক্রম গ্রহন করা
- মহিলা ও শিশু কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আশ্রয়ের পাশাপাশি সকল প্রকার শারিরীক ও মানসিক চিকিৎসাসহ প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তাপ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- কর্মজীবী ও শ্রমজীবী মায়েদের শিশুদের জন্য ঢাকাসহ সকল বিভাগীয় শহরে দিবাযত্ন কেন্দ্র পরিচালনা করা।
- বিক্রয় ও প্রদর্শনী কেন্দ্র"অঙ্গন" এর মাধ্যমে দুস্থ নারী সংগঠন ও নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত হস্থশিল্প ও বিভিন্ন দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বাজারজাতরকরণে সহায়তা করা।
- সেচ্ছাসেবী মহিলা সংগঠন সমূহের নিবন্ধন,নিয়ন্ত্রন,ও তদারকীসহ সংগঠন সমূহকে বাৎসরিক অনুদান প্রদান করা।
- নারী উন্নয়ন ও জেন্ডার সমতা স্থাপনে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও CEDAW সনদ বাস্তবায়ন সহ বিভিন্ন জনসচেতনতা মূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

CamScanner

উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় এর জনবল :

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	মোছাঃ জেবুন নেছা	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা
০২	মোঃ শামছুজোহা	অফিস সহকারী
০৩	মোঃ মিয়াজুল ইসলাম	অফিস সহায়ক

সমিতি : স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতি

রেজিষ্ট্রেশনভুক্ত মোট সমিতি সংখ্যা : ১৯ টি

১. চালু সমিতির সংখ্যা : ০৯টি
২. নিষ্ক্রিয় সমিতির সংখ্যা : ১০টি
৩. ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে অনুদান প্রাপ্ত সমিতির সংখ্যা :০৫টি
৪. মোট অনুদানের পরিমান : ১,০৫,০০০/-
৫. মোট বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যা (২০১৭-১৮) অর্থ বছরে ২১ টি।
৬. নারী ও শিশু নির্যান প্রতিরোধ মামলার সংখ্যা : ১৫টি।
৭. উঠান বৈঠক ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে : ২৪ টি।

২.২.৯ ভূমি ও রাজস্ব

মৌজা	২৭ টি
ইউনিয়ন ভূমি অফিস	০৩ টি
পৌর ভূমি অফিস	০০ টি
মোট খাস জমি	১৬৯০.৬১ একর
কৃষি	১৬৭.৩৯ একর
অকৃষি	১৫২৩.২২ একর
বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি	১৪.৭১ একর (কৃষি)
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(দাবী)	সাধারণ=৩৮,৬০,২৮০/- সংস্থা = ১,৮৮,০৪,৭৪৭/-
বাৎসরিক ভূমি উন্নয়ন কর(আদায়)	সাধারণ=২৭,৩১২/- জুলাই মাসে আদায় সংস্থা = জুলাই মাসে আদায় নেই
হাট-বাজারের সংখ্যা	০৭ টি

২.২.১০ যোগাযোগ

পাকা রাস্তা	৪৭.০০ কিঃমিঃ
অর্ধ পাকা রাস্তা	৮.০০ কিঃমিঃ
কাঁচা রাস্তা	৩৪ কিঃমিঃ
ব্রীজ/কালভার্টের সংখ্যা	৬৬ টি
নদীর সংখ্যা	০৪ টি

২.২.১১ পরিবার পরিকল্পনা

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ( )	১১ টি
পরিবার পরিকল্পনা ক্লিনিক	০৪ টি
এম,সি,এইচ, ইউনিট	০৪ টি
সক্ষম দম্পতির সংখ্যা	১৭,০৮০ জন
বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণকারীর সংখ্যা	৮,১১৪ জন

২.২.১২ প্রাণি সম্পদ

উপজেলা পশু চিকিৎসা কেন্দ্র	০১ টি
পশু ডাক্তারের সংখ্যা	০২ জন
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র	০১ টি
পয়েন্টের সংখ্যা	০৩ টি
উন্নত মুরগীর খামারের সংখ্যা	১১ টি
লেয়ার ৮০০ মুরগীর উর্ধে ১০-৪৯ টি মুরগী আছে, এরূপ খামার	অসংখ্য
গবাদি ও পশুর খামার	২২ টি
ব্রয়লার মুরগীর খামার	৯৬ টি

২.২.১৩ সমবায়

কেন্দ্রিয় সমবায় সমিতি লিঃ	০১ টি
মুক্তিযোদ্ধা সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
ইউনিয়ন বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১৫ টি
বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ	১০৯ টি
মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি লিঃ	৩৭ টি
যুব সমবায় সমিতি লিঃ	১১ টি
আশ্রয়ন/আবাসন বহুমুখী সমবায় সমিতি	০৫ টি
কৃষক সমবায় সমিতি লিঃ	১২০ টি
পুরুষ বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৬ টি
মহিলা বিত্তহীন সমবায়সমিতি লিঃ	০৭ টি
ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমবায় সমিতি লিঃ	০২ টি
অন্যান্য সমবায় সমিতি লিঃ	০৫ টি
চালক সমবায় সমিতি	৩ টি

২.২.১৪ মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস'র জনবল কাঠামো:

ক্রমনং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদেও সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
২	সহকারী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	১	১	--	
৩	উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার	১	১	--	
৪	হিসাব রক্ষক	১	১	--	
৫	অফিস সহকারী/ডাটাএন্ট্রি অপারেটর	১	১	--	
৬	অফিস সহায়ক	১	১	--	
৭	গার্ড	১	১	--	
	মোট =	৭	৭	--	

UITRCE, ব্যানবেইস'র জনবল কাঠামো:

ক্রমনং	পদের নাম	মঞ্জুরীকৃত পদেও সংখ্যা	কর্মরত পদেও সংখ্যা	শুন্য পদেও সংখ্যা	মন্তব্য
১	সহকারী প্রোগ্রামার	১	---	১	
২	কম্পিউটার অপারেটর	১	--	১	
৩	ল্যাব এ্যাসিসটেন্ট	১	১	----	
৪	নিরাপত্তা প্রহরী	১	১	----	
৫	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	--	১	
	মোট=	৫	২	৩	

স্তর ভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা :

ক্রমনং	শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ধরণ	সংখ্যা	মন্তব্য
১	ডিগ্রি/অনার্স	১	
২	উচ্চ মাধ্যমিক	৩	
৩	উচ্চ মাধ্যমিক (কারিগরি)	২	
৪	মাধ্যমিক	৬	
৫	নিম্নমাধ্যমিক	৩	
৬	ফাজিল	১	
৭	আলিম	১	
৮	দাখিল	৪	

CamScanner

তৃতীয় অধ্যায়
উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত ধারণা

৩.১ পরিকল্পনা কি ?

কোন দেশের ভবিষ্যত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত সম্ভাবনা নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রম প্রণয়নের সনাতন প্রক্রিয়া হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা। এর মাধ্যমে দেশের রুপকল্প লাভ করা সম্ভব হয় যার মাধ্যমে সরকার দেশ ও জনসাধারণের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পারে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা হচ্ছে কোন দেশের সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য একটি মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা। এঁা ব্যতীত সরকারের পক্ষে রুপকল্পের আলোকে কার্যকরভাবে দক্ষতার সাথে উন্নয়ন কৌশল নির্ধারণ এবং আর্থিক বরাদ্দ ও মানব সম্পদ নিয়োজিত করা সম্ভব নয়।

একই সাথে, জনগণকে অবশ্যই পরিকল্পনা প্রণয়ণে সম্পৃক্ত করতে হবে এবং এই প্রক্রিয়ায় তারাও পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে উদ্বুদ্ধ হবে। এভাবে জনসাধারণ আউটপুট মনিটরিং এবং ফলাফল ও প্রভাব মূল্যায়নে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবেন।

বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা পরবর্তি সময়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করা হয় এবং একটি জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক একটি দীর্ঘ-মেয়াদী পরিকল্পনা 'প্রেক্ষিত পরিকল্পনা' পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে: ক) জিডিপি প্রবৃদ্ধি উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি ও দ্রুত দারিদ্র হ্রাস; খ) উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় প্রতিটি নাগরিকের সম্পৃক্ততা ও সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিক ক্ষমতায়নের জন্য একটি বৃহত্তর আঙ্গিকের কৌশল নির্ধারণ; এবং গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন সহনীয় একটি টেকসই উন্নয়ন প্রক্রিয়া নির্মাণ, প্রাকৃতিক সম্পদেও টেকসই ব্যবহার, অনিবার্য নগরায়নের সফল ব্যবস্থাপনা। এছাড়াও, ২০২২ সালে সহস্রাব্দ লক্ষ্যমাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করায় বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছে এবং এটি মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে।

৩.২ উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রকারভেদ

বাংলাদেশে বিভিন্ন প্রকারের পরিকল্পনা বিদ্যমান রয়েছে। জাতীয় ও অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা নিচে উল্লেখ করা হলো।

CamScanner

৩.২.১ জাতীয় পরিকল্পনাসমূহ

জাতীয় পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে রয়েছে ১) পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ ২) পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ২০২১-২০২৩; এবং ৩) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি। বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কর্তৃপক্ষ হিসেবে পরিকল্পনা কমিশন এর দায়িত্ব হচ্ছে সরকারের ধারণা, প্রত্যাশা ও রাজনৈতিক লক্ষ্যসমূহকে সামষ্টিক ও ব্যষ্টিক অর্থনীতিতে প্রতিফলন ঘঁানো এবং এগুলোকে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা। পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্ব হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদন করা।

৩.২.২ খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা

খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের জন্য বিস্তৃত পরিসরের পরিকল্পনা যেমন: কৃষি, মৎস্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ ইত্যাদি। কোন এশটি নির্দিষ্ট খাতের সঠিক ও টেশসই পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য উপ-খাত ভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উপজেলা পর্যায়ে সাধারণত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এনবিডি-এর নিজস্ব খাত ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা থাকে যা (১) এ উল্লিখিত জাতীয় পরিকল্পনা অনুসাওে প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। যেমন: যোগাযোগ ও পরিবহন খাতে বাংলাদেশ সড়ক মাস্টার প্লান (আরএমপি) ২০০৭, যেখানে নতুন সড়ক নির্মানের বিস্তারিত ভৌত কাঠামোগত পরিকল্পনা প্রদান করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের জন্য, স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি খাতের কৌশলগত পরিকল্পনা ২০১০ হচ্ছে খাত ভিত্তিক পরিকল্পনার এশটি উদাহরণ। জাতীয় পশু সম্পদ সম্প্রসারণ নীতিমালায় পশু সম্পদ খাতের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রদান করেছে। উক্ত খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহ বিভিন্ন পর্যায়ে প্রণীত হয়ে থাকে এবং এর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন একক নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয় না। এ ধরনের খাতওয়ারি উন্নয়ন পরিকল্পনা জাতীয় পরিকল্পনা ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

৩.২.৩ উপজেলা পর্যায়ের পরিকল্পনাসমূহ

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় চাহিদা, অগ্রাধিকার, সক্ষমতা ও সম্পদেও প্রাপ্যতা বিবেচনা কওেউপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হয়। উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনায় ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলায় কর্মরত এনবিডিসমূহের চাহিদাও অগ্রাধিকারের প্রতিফলন থাকা বাঞ্ছনীয়। এসব প্রতিষ্ঠানের সামগ্রিক ও একীভূত পরিকল্পনাই উপজেলা পর্যায়ের উন্নয়ন পরিকল্পনা হওয়া দরকার। উক্ত পরিকল্পনায় জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনাসমূহের প্রতিফলন থাকতে হবে এবং স্থানীয় বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে জাতীয় ও খাতওয়ারি লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা রাখতে হবে।

CamScanner

> ➢ **উপজেলা পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা**

পঞ্চ-বার্ষিক প্ররিকল্পনা উপজেলা পরিষদেও একটি মধ্যম মেয়াদেও পরিকল্পনা। উক্ত পরিকল্পনাটি সমন্বিত প্রকৃতির (comprehensive) হওয়া উচিৎ এবং এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট সকলের যেমন: ইউনিয়ন, পৌরসভা, এনবিডি, এনজিও ও ব্যক্তিখাতের প্রস্তাবনাসমূহ অন্তর্ভূক্ত হওয়া উচিৎ। উক্ত পরিকল্পায় ভিশন, উদ্দেশ্যসমুহ,উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ, অগ্রাধিকার প্রকল্প/স্কিম এবং সময়াবদ্ধ বাস্তবায়নসূচী থাকতে হবে। পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে কওে এঁা জাতীয় ও খাতওয়ারি পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং উহাতে অবদান রাখতে পারে।

> ➢ **উপজেলা বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা**

উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা হচ্ছে উপজেলার বার্ষিক বিনিয়োগ পরিকল্পনা। এতে প্রকল্প, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যয়, তহবিলের উৎস, বাস্তবায়ন কৌশল, বাস্তবায়নকারি সংস্থ, পরীবিক্ষণ পদ্ধতি (monitoring mechanism) ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য তথ্য বিস্তারিতভাবে উল্লেখ থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদিত পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার বাৎসরিক বিভাজন হওয়া বাঞ্চনীয়।

৩.২.৪ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের কর্ম-প্রবাহ ও সময়সূচি ঃ

এলজিডি'র নির্দেশিকা' অনুসাওে উপজেলা পরিষদকে পঞ্চ-বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত পরিকল্পনা অনুসাওে সকল উন্নয়ন প্রকল্প (স্কিম) গ্রহন করতে হবে।

সাধারণভাবে উপজেলা পরিষদ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনায় রেখে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবেঃ

- পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় নির্ধারিত মধ্যম-মেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল
- বিদ্যমান পরিস্থিতি (জরুরী এবং/ বা গুরুত্বপূর্ণ)
- বিদ্যমান অগ্রাধিকার প্রকল্প ও স্কিম
- আর্থিক সম্পদেও প্রাপ্যতা এবং
- প্রকল্প বাস্তবায়নের কারিগরি সক্ষমতা

যেহেতু পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম তাই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনাকে পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার সাথে সম্পর্কিত হতে হবে।

প্রতি উপজেলার অর্থ বছর অর্থাৎ ১ জুলাই থেকে ৩০ জুন হচ্ছে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের নির্দিষ্ট সময়কাল। সে কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উদ্যোগ গগ্রহণ কওে জুন মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

CamScanner

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রণয়ন প্রক্রিয়া নিচের চিত্র ১ এ উপস্থাপন করা হলো।

(১) উপজেলার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ (এপ্রিল)

(২) খাতওয়ারি লক্ষ্য ও অভিষ্ট (Goals and Targets) নির্ধারণ (এপ্রিল)

(৩) খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন (এপ্রিল)

(৪) উপজেলা পরিষদের সভায় অনুমোদনের জন্য খসড়া পরিকল্পনা উপস্থাপন (মে)

(৫) বাজেট প্রস্তাবনা প্রণয়ন ও এলজিডিতে পেশ (মে মাসের শেষ নাগাদ)

(৫) বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন ও বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ বরাদ্দ করা (জুন)

চিত্র ১: বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের ধাপসমূহ

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করেছে। একইসাথে প্রত্যেক ধাপের জন্য প্রয়োজনীয় সময় সম্পর্কেও আলোচনা করেছে এবং বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব অর্পণ করেছে। উপজেলা পরিষদ পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তার জন্য একটি কারিগরি কমিটিও গঠন করে। বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের প্রক্রিয়ার সুপারিশকৃত ফরম্যাট নিম্নে এ প্রদর্শন করা হলোঃ

<u>পরিকল্পনার ফরম্যাট</u>

পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলীর তালিকা	দায়িত্বশীল ব্যক্তি	স্থান	সময়সীমা	পদ্ধতি
সংশ্লিষ্ট মহলের সাথে পরামর্শ	বিভিন্ন সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ইউপি, ইউডিসিসি ও ওয়ার্ড সভা	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা
তথ্য, পরিকল্পনার প্রস্তাবনা সংগ্রহ	উপজেলা কমিটি, টিজিপি	ইউপি, ইউডিসিসি ও সরকারি বিভাগের ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ	ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ নাগাদ	দলীলপত্র সংগ্রহ
সম্পদ বিবরণী হালনাগাদ করা	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	মার্চ মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ সন্নিবেশন	টিজিপি সদস্যবৃন্দ	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	ডাটা এন্ট্রি
খসড়া প্রস্তাবনাসমূহ যাচাই-বাছাই	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	এপ্রিল মাসের শেষ নাগাদ	আলোচনা/ বিশ্লেষন
খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা চূড়ান্ত করা	উপজেলা কমিটি, টিজিপি ও পিএসসি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	আলোচনা/ বিশ্লেষণ
উপজেলা পরিষদে খসড়া পরিকল্পনা প্রস্তাবনা পেশ করা	উপজেলা কমিটি	উপজেলায়	মে মাসের মাঝামাঝি	খসড়া পরিকল্পনা

CamScanner

চতুর্থ অধ্যায়
উপজেলার সম্পদ বিবরনী

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে লভ্য সম্পদঃ

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের উন্নয়ন প্রকল্প	শিল্প/বাণিজ্যিক উদ্যোগ	অন্যান্য প্রকল্প

উপজেলার সম্পদ বিবরণীর সার-সংক্ষেপঃ

	অর্থায়নের উৎস	বার্ষিক গড় বরাদ্দ
১	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (এডিপি) মঞ্জুরি	৯৪,০০,০০০.০০
২	বিশেষ কর্মসূচির মঞ্জুরি	--
৩	স্থানীয়ভাবে আহোরিত সম্পদ	৫২,০১,০০০.০০
৪	উপজেলায় বাস্তবায়নের জন্য জাতীয় প্রকল্প বাবদ এনবিডিসমূহের বাজেট	--
৫	উপজেলায় সংসদ সদস্যের প্রকল্প	১৭,৫০,০০০.০০
৬	জাতীয় প্রকল্পঃ ইউজিডিপি (UGDP) এলজিএসপি (LGSP)	৪০,০০,০০০.০০

CamScanner

পঞ্চম অধ্যায়
অবস্থা বিশ্লেষন, রূপকল্প ও লক্ষ্য নির্ধারন

বার্ষিক পরিকল্পনারলক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ করা উপজেলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারন এটি-

- উপজেলার স্বচ্ছ ও সুনির্দিষ্ট উন্নয়ন কৌশল যা সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সাথে বিনিময় করা সম্ভব হয়
- বার্ষিক পরিকল্পনায় কোন কোন প্রকল্পকে অর্থায়ন করা হবে তার সরাসরি নির্দেশনা দেয়
- বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদনের (monitoring and reporting) স্পষ্ট সূচক বের করে।

পরিস্থিতি বিশ্লেষনের ভিত্তিতে উপজেলা পরিষদ তার রূপকল্প, খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফল নির্ধারণ করে যাতে করে উক্ত বছরে চিহ্নিত সমস্যাসমূহ মোকাবেলা করা সম্ভব হয়। উপজেলার জন্য বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারনের ক্ষেত্রে রূপকল্প বিবরণী ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার খাতওয়ারি লক্ষ্যমাত্রা নির্দেশনা প্রদান করে। বার্ষিক পরিকল্পনার উল্লিখিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট অনুসারে অগ্রাধিকার প্রকল্প/ স্কিম নির্ধারণ করা সম্ভব হয়।

উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে রূপকল্প একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পরিকল্পনা হচ্ছে বিদ্যমান সমস্যা ও বিষয়সমূহকে বিবেচনা করার ও ভবিষ্যত প্রয়োজন ও চাহিদা নিধারণের একটি প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতিগতভাবে সবচেয়ে কার্যকর উপায় চিহ্নিত করে সমাধানের মাধ্যমে প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন করা। লক্ষ্য (goals), উদ্দেশ্য (objectives) ও অভিষ্ট(targets) নির্ধারনের একটি মানসম্মত ফরম্যাট সারণী ৫ এ প্রদান করা হলো।

CamScanner

উপজেলার এসডব্লিউওটি (SWOT) বিশ্লেষণ

উপজেলা পরিষদে বসবাসরত মানুষের জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করতে পারে এমন অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষনের মাধ্যমে পরিস্থিতি বিশ্লেষন করা হয়েছে। নিম্নেড়ব উপজেলার প্রতিষ্ঠানিক সক্ষমতা (strength), দুর্বলতা (weakness), সুযোগ (opportunity) এবং প্রতিবন্ধকতা (threat) - এসডব্লিউওটি - চিহ্নিত করা হয়েছে। এটিকে বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করা হয়েছে এবং খাতওয়ারি উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা, সম্ভাব্য প্রভাব চিহ্নিত করে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নির্ধারনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য সহায়ক	উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষতিকর
অভ্যন্তরীণ প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য	**সক্ষমতার দিক (Strength)**	**দুর্বলতার দিক (Weakness)**
	বস্তুগত (যান্ত্রিক) সম্পদ ও দক্ষ জনবল	পরিকল্পনা প্রণয়নে মতামত প্রদানের সুযোগ সীমিত
	জনপ্রতিনিধিদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ	সকল খাতের প্রতি সমগুরুত্ব না দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু খাত যেমন- ভৌত অবকাঠামো ও অনুন্নয়ন খাতে অত্যধিক গুরুত্ব নেয়া
	উন্নয়ন বান্ধব সরকারী নীতি	পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরী জ্ঞানের স্বল্পতা ও দীর্ঘমেয়াদী ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা নেয়ার মানসিকতা না থাকা
	পরিষদের আয় বৃদ্ধি পাওয়া	যথাসময়ে অর্থ ছাড়ের নিশ্চয়তা না থাকা
বাহ্যিক পরিবেশগত বৈশিষ্ট	**সুযোগের দিক (Opportunities)**	**প্রতিকূলতা/ঝুঁকির দিক (Threat)**
	উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জনসাধারনের অংশগ্রহণ ও উৎসাহ	দলীয় রাজনৈতিক চাপ ও অভ্যন্তরীণ কোন্দল
	যুগপযোগী/আধুনিক উন্নয়ন বিষয়ক মানসিকতা	প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে সেবা গ্রহনে অনিহা ও দীর্ঘসূত্রিতা
	আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন	প্রকল্প বাস্তবায়নে গুনগতমান রক্ষায় দূর্বল দৃষ্টিভঙ্গি

CamScanner

৫.১ অবস্থা বিশ্লেষণ

খাত	সমস্যা সমূহের বিবরণ				সাম্প্রতিক, চলমান ও পরিকল্পিত কার্যাবলী	১ বছর পর পরিস্থিতির পূর্বাভাস	সুযোগ/ ঝুঁকি
	সমস্যার ধরণ	অবস্থান	পরিমাণ/ বিস্তৃতি	কারণ			
যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা	সকল ইউনিয়ন	৮০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা	২৫ কিমি রাস্তা নির্মান ও সংস্কার হচ্ছে	২৫০ কিমি রাস্তা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় আসবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে
জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	সমন্বিত নিরাপদ পানি সরবরাহ ও সুয়েরেজ ব্যবস্থা নেই	পুরো উপজেলা	৩০০ কিমি	বাজেটের স্বল্পতা ও উদ্দোগের অভাব	১০ টি গভীর টিউবওয়েল স্থাপন করা হচ্ছে	৩০০ লোক নিরাপদ পানি পাবে	প্রতি বছর রক্ষাণাবেক্ষনের জন্য বাজেট এবং নতুন নতুন বরাদ্ব রাখতে হবে
শিক্ষা	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া ও মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া শ্রেণী কক্ষের অভাব	সকল ইউনিয়ন ও ৭৫ টি মাধ্যমিক স্কুলে	৫০০০ শিক্ষার্থী সরাসরি ক্ষতিগ্রস্থ	সচেতনতা এবং বাজেট ও ব্যবস্থাপনার অভাব	টিফিন বক্স বিতরণ এবং ১০ টি স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেণী কক্ষ তৈরী হচ্ছে	৫০ টি স্কুলে উপস্থিতি বাড়বে এবং ১০ টি মাধ্যমিক স্কুলে মাল্টি মিডিয়া উপযোগী শ্রেণী কক্ষের মাধ্যমে পাঠদান করানো যাবে	সংশিষ্ট দপ্তর ও উপজেলা পরিষদকে বাজেট বরাদ্ব রাখতে হবে (প্রতি বছর)

কৃষি ও সেচ	নিরাপদ খাদ্য শস্য উৎপাদনে সচেতনতার অভাব, অপরিকল্পিত ভাবে ভূ-গর্ভস্থ পানি সেচ হিসেবে ব্যবহার, কৃষি উপকরণ (বীজ, সার ও কীটনাশক) এর অদক্ষ ব্যবহার	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার কৃষক এ সব সমস্যা মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	সচেতনতা বৃদ্ধিতে১০ টি ব্যাচের প্রশিক্ষন হয়েছে এবং চলমান আছে	৫০০০ জন কৃষক সচেতন হবে এবং পরিকল্পিত সেচ ও নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	কৃষি অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মৎস্য ও পানি সম্পদ	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় না রাখা, সঠিক খাদ্য ব্যবস্থাপনার অভাব ও বাজারজাতকরণে চ্যানেলের দুর্বলতা	পুরো উপজেলা	হাজার হাজার চাষী এ সমস্যা সমুহ মোকাবেলা করছে	সচেতনতা, জ্ঞান ও প্রশিক্ষনের অভাব	চাষী পর্যায়ে সচেতনতামূলক সভা, প্রশিক্ষন ও প্রদর্শনী চলমান আছে এবং চলবে	৫০০ জন চাষী সচেতন হবে এবং পানির গুনগত মান বজায় রেখে মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হবে	মৎস্য অফিসকে নিয়মিত তত্ত্বাবধান করতে হবে
মহিলা ও শিশু	বাল্য বিবাহ, নারী ও শিশু নির্যাতন	পুরো উপজেলা	মহিলা ও শিশুরা এ সমস্যায় আছে	সচেতনতা, নিরাপত্তা ও আইনি প্রয়োগের অভাব	মহিলা ও শিশুদের মাঝে সচেতনতামূলক সভা, নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ও আইনের কঠোর প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে	১২০০ মহিলা ও শিশু এর সুফল পাবে	মহিলা বিষয়ক কার্যালয়কে উদ্দোগ নিতে হবে

CamScanner

৫.২ রূপকল্প

অবকাঠামো উন্নয়ন এবং আধুনিক মান সম্মত শিক্ষা,স্বাস্থ্য ও কৃষি ভিত্তিক সেবা নিশ্চিতকরনের মাধ্যমে চর রাজিবপুর উপজেলার জনসাধারণের জীবনমান উন্নয়ন।

৫.৩ সেক্টর ভিত্তিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ, উদ্দেশ্য ও অভিষ্ট নির্ধারণ

নং	বার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য	খাত	উদ্দেশ্য	বার্ষিক পরিমাপযোগ্য অভিষ্ট
১	পর্যাপ্ত বাজেটের ব্যবস্থা করা	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো	১। বাজেট বরাদ্ধ বাড়ানোর প্রস্তাব করা ২। রাজস্ব আয় বাড়ানোর উদ্দোগ নেয়া	১। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ হবে ২। উপজেরার আয় বাড়বে
	ঠিকাদারদের কাজের দীর্ঘ সুত্রিতা কমানো		১। ঠিকাদারদের নিয়ে সচেতনতামূলক সভা করা ২। নিয়মিত কাজের তদারকি করা	১। সচেতনতা বৃদ্বি পাবে ২। কাজে গতি আসবে ৩। সময়মত কাজ শেষ হবে
	কাজের গুণগত মান বজায় রাখা		১। কাজের গুণগত মানের উপর ঠিকাদার ও লেবারদের প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা ২। লেবারদের সঠিক মজুরী দেয়া	১। মান সম্পন্ন কাজ হবে ২। উৎসাহের সংগে কাজ করবে
২	সমন্বিত পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা	জনস্বাস্থ্য, স্যানিটারী ও নিরাপদ পানি সরবরাহ	১। পৌর এলাকায় সমন্বিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উদ্দোগ গ্রহণ ২। কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী করা	১। পৌর এলাকায় ৩৫০টি স্টক হোল্ডার তৈরী হবে ২। ১৫টি ইউনিয়নে একটি করে কমিউনিটি ভিত্তিক নিরাপদ পানির উৎস তৈরী হবে
	টেকসই সুয়ারেজ লাইন তৈরী করা		১। সমন্বিত পরিকল্পনা তৈরী করা ২। কমিউনিটি ভিত্তিক সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী ও মনিটরিং এর ব্যবস্থা করা	১। পৌর এলাকায় ২ কি.মি. প্রাইমারী ড্রেনেজ সিস্টেম তৈরী হবে ২। ৬০টি কমিউনিটি ভিত্তিক স্বল্প ব্যয়ের সুয়ারেজ সিস্টেম তৈরী হবে
৩	শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার হার কমিয়ে আনা	শিক্ষা	১। সচেতনতা বৃদ্ধি ২। বিদ্যালয়ে অভিভাবক সমাবেশ ৩। অভিভাবকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ	১। সকল ছাত্র-ছাত্রীদেও মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি হবে ২। ৫০০ আভিভাবক সমাবেশ হবে ৩। ২৫০০ পরিবারে যোগাযোগ হবে
			১। মিড ডে চালুকরণ ২। নিয়মিত খাবারের মান পযবেক্ষন	১। ২৩৯ টি স্কুলে মিড ডে চালু ২। ২৩৯ টি স্কুলে খাবারের মান পযবেক্ষন

CamScanner

৪	মাছ চাষে পানির গুনগত মান বজায় রেখে উত্তম মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা চর্চা	মৎস্য	১। প্রশিক্ষন ২। কীট বক্স বিতরণ ৩। ফলাফল প্রদর্শন	১। ২০০ জন চাষী ২। ৫০০ চাষী তার পুকুরের পানি পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে ৩। ১০০ জন নতুন চাষী উদ্বুদ্ধ হবে
	মাছের সুষম বৃদ্ধি নিশ্চিত করা		১। প্রশিক্ষন ২। ফলাফল প্রদর্শন	১। ১৫০ জন চাষী প্রশিক্ষন পাবে ২। ১২০ জন চাষী উপকৃত হবে
	বাজার ব্যাবস্থাপনা উন্নত করা		১। প্রশিক্ষনের মাধ্যমে সমবায়ী ধ্যান ধারনা তৈরী করা ২। সমবায় ভিত্তিক পরিবহন ও ল্যান্ডিং ব্যবস্থা চালুকরণ	১। ৫০০ জন চাষী উপকৃত হবে ২। ৬০০ জন চাষী উপকৃত হবে
৫	নিরাপদ খাদ্য উৎপাদন, পরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাপনা চালু, কীট নাশকের ব্যবহার কমানো	কৃষি ও সেচ	১। সচেতনতা বৃদ্ধিতে কৃষক প্রশিক্ষণ ১৬ ব্যাচ (প্রতি ব্যাচে ৩০ জন কৃষক) ২। পোকা মাকড় দমনে জৈবিক ও যান্ত্রিক দমন ব্যবহার ৩। কৃষকদের মাঝে প্রদর্শনী উপকরণ বিতরণ।	১। বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন ২। ৪৮০ জন কৃষক প্রশিক্ষিত হবে। ৩। প্রদর্শনী দেখে ২০০০ জন কৃষক সচেতন হবে।
৬	বাল্য বিবাহের হার কমিয়ে আনা	মহিলা ও শিশু	১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। বিদ্যালয় পর্যায়ে বিগ্রেড গঠন ৩। আইনী সহায়তা দেয়া	১। ১,২০০জন উপকৃত হবে ২। ৯৯ টি স্কুলে ব্রিগেড গঠিত হবে ৩। ২৪ জন সহায়তা পাবে
	নারী ও শিশু নির্যাতনের হার কমিয়ে আনা		১। সচেতনতামূলক উঠান বৈঠক ২। অভিযোগ গ্রহন ও নিষ্পত্তিকরন ৩। আইনী সহায়তা	১। ১০০ টি উঠান বৈঠক ২। ২৪টি অভিযোগ নিষ্পত্তি ৩। ৮ জনকে আইনী সহায়তা

CamScanner

ষষ্ঠ অধ্যায়
উন্নয়ন কার্যক্রম

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রম

জাতীয় পরিকল্পনা ও প্রকল্প

পরিকল্পনা/ প্রকল্পের নাম	খাত	অভিষ্ট গোষ্ঠি ও ফলাফলসহ সংক্ষিপ্ত বিবরণ	অভিষ্ঠ এলাকা জেলা/ (উপজেলা/ ইউনিয়নের নাম)	প্রকল্পের মেয়াদ
একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্প	পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়	একটি বাড়ী একটি খামার প্রকল্পের লক্ষ্য হলো নিজস্ব পুজি বব্যবস্থাপনায় প্রান্তিক পর্যায়ে স্থানীয় প্রাকৃতিক ও মানব সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দরীদ্র জনগোষ্ঠির জীবিকায়ন নিশ্চিত করে দারিদ্র নিরসন ও টেকসই উন্নয়ন। ৯৫ গ্রাম সমিতি গঠনের মাধ্যমে ১৯২২৫ দরিদ্র পরিবারকে এর সুবিধা দেয়া হবে।	উপজেলার সকল ইউনিয়ন	২০১৪ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত
আশ্রায়ন প্রকল্প	সমাজ কল্যাণ	দেশের ভূমিহীন দরীদ্র পরিবারকে আশ্রয় দেয়া ও তাদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দেয়াই এ প্রকল্পের লক্ষ্য। গফরগাঁও উপজেলা এ পর্যন্ত ৩টি আশ্রায়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪০ টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।	২ টি ইউনিয়ন	চলমান
এলজিএসপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	ইউএনডিপি এর অর্থায়নে ইউনিয়ন সমুহের গভর্নেন্স এবং অবকাঠামো উন্নয়ন করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ।	সকল ইউনিয়ন	৫ বছর
ইউজিডিপিপ্রকল্প	জাতীয় প্রকল্প	জাইকার অর্থায়নে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় এর অধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতায় উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি ২০০টি উপজেলায় ৫ বছরের জন্য বাস্তবায়িত হচ্ছে।	৪৯১ টি উপজেলা	ডিসেম্বর, ২০২১ হইতে জুন, ২০২৩

বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন কার্যক্রম

উপজেলা শিক্ষা অফিস

উপবৃত্তি প্রকল্প

সুবিধাভোগী শিক্ষার্থী			সুবিধাভোগী পরিবার				মোট
বালক	বালিকা	মোট	১ম সন্তান	২য় সন্তান	৩য় সন্তান	৪র্থ সন্তান	
৪৫০	৫৫০	১০০০	৫০	৭৫	২৫	২৫	১১৭৫

চলমান প্রকল্পঃ

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	পরিমাণ	অগ্রগতী
০১	টিফিন বক্স বিতরণ প্রকল্প	ছাত্র ছাত্রী সংখ্যা- ২৪৭৩৯	টিফিন বক্স বিতরণ- ২১০২৮
০২	শহীদ মিনার নির্মান প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	১৮০ টি
০৩	স্লিপ প্রকল্প	বিদ্যালয় সংখ্যা- ২৩৮	২৩৮ টি

সমাজসেবা

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীঃ

নং	বিবরণ	ভাতাভোগীর সংখ্যা		মোট
		নিয়মিত	অতিরিক্ত	
১	বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা	৪,০৯৩ জন	--	৪,০৯৩ জন
২	বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা দুস্থ মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা	২,৩৯৩ জন	--	২,৩৯৩ জন
৩	প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা	১,৭৬৮ জন	--	১,৭৬৮ জন
৪	মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতাভোগীর সংখ্যা	৮৫ জন	--	৮৫ জন

CamScanner

বিআরডিবি

ঋণ কার্যক্রম (লক্ষ টাকায়) ঃ-

ক্রঃ নং	বিবরণ	প্রাপ্ত তহবিল	ঋণ বিতরণ	আদায় যোগ্য	আদায়	আদায়ের হার%	খেলাপী/বকেয়া
০১	স্বল্প মেয়াদী (শস্য) ঋণ	৪৫৫.০২	৪৫১.৯৭	৪২৬.৭৭	৩৬০.৫৪	৮৪%	৯১.৪৩
০২	মেয়াদী (সেচ যন্ত্র)	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২৩৪.১৯	২১৭.১১	৯৩%	১৭.০৮
০৩	মউ	ব্যাংক-১৯৬.৫৯	১৯৬.৫৯	১৭৬.৫৯	১৭৬.৪২	৯৯%	২০.১৭
		নিজস্ব-১৭.০২	১৭.০২	১৪.০২	১৩.৬৩	৯৭%	৩.৩৯
০৪	আবর্তক (কৃষি)	১৪.০৯	৮৫.৮৬	৭৬.০৬	৭০.৫৬	৯৩%	১৫.৩০
০৫	সদাবিক	৬৬.০০	১৮০.১৬	১৬৪.২১	১১১.৪৬	৬৮%	৬৮.৭০
০৬	পল্লী প্রগতি প্রকল্প	১৭.০০	৪৩.৭৭	৩৬.৪১	২৭.৬৮	৭৬%	১৬.০৯
০৭	অসচ্ছল মুক্তিযোদ্ধা	১৭.৯৯	২৯.৭৫	২২.৫৩	১২.৭১	৫৬%	১৬.৪৪
০৮	অপ্রধান শস্য উৎপাদন	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	২.৩৭	১০০%	--
০৯	পল্লীপ	১১৯.৫৮	৩১০.০০	২৩২.৯৪	২২২.২৯	৯৫%	৮৭.৭১
	মোট=	১১৩৯.৮৫	১৫৯১.৬৪	১৩৮৬.০৯	১২১৪.৭৭	৮৮%	৩৩৬.৩১

অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২ (পিআরডিপি-২) তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়নের সংখ্যা-০২ টি
(খ) গ্রাম সংখ্যা- ২৪ টি
(গ) ইউসিসি স্কীম- ০৬ টি
(ঘ) ভিসি স্কীম- ২৪ টি
(ঙ) ইউসিসি গঠন- ০২ টি
(চ) ইউসিসিএম- ২৪ টি।
(ছ) গ্রাম কমিটি গঠন- ১৬ টি
(জ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৫০ টি
(ঝ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ১৮৫ টি
(ঞ) সুবিধাভোগী- ২৫,১২০ জন।

অংশীদারিত্ব মূলক পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (পিআরডিপি-৩) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) প্রকল্পের আওতায় ইউনিয়রেন সংখ্যা-০৪ টি
(খ) গ্রাম সংখ্যা-২৬ টি
(গ) ভিডিসি স্কীম- ১৯ টি
(ঘ) ইউসিসি গঠন- ০৪ টি
(ঙ) ইউসিসিএম- ৬৬ টি
(চ) গ্রাম কমিটি গঠন- ২৬ টি
(ছ) গ্রাম কমিটির সভা- ২৪৪ টি
(জ) প্রশিক্ষণ ব্যাচ- ৩৭ টি
(ঝ) সুবিধাভোগী- ১৫,৭৫০ জন।

পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প (পজীপ) এর তথ্যাবলী ঃ-

(ক) বিত্তহীন মহিলা সমবায় সমিতির সংখ্যা- ৮৪ টি
(খ) সদস্য সংখ্যা-২,০১২ জন
(গ) শেয়ার আমানত- ৫,২০,০০০/- টাকা
(ঘ) সঞ্চয় আমানত-২৫,৪০,০০০/- টাকা ।

মহিলা বিষয়ক কার্যালয়

মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্র ঋণ বিতরনঃ

১. এ পর্যন্ত মোট তহবিল = ১০,৬১,৯৬৬/-
২. ঘূর্ণায়মান তহবিল = ২৮,১১,৯৯৯/-
৩. মোট ঋণ গ্রহীতা = ২৭৬জন

বাল্য বিবাহ প্রতিরোধ ঃ

১. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের উপর জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে উঠান বৈঠক।
২. বাল্য বিবাহ প্রতিরোধের সংখ্যাঃ ৩১ টি।

নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ ঃ

১. উঠান বৈঠক ঃ ৬০ টি।
২. অভিযোগ প্রাপ্তির সংখ্যা ঃ ২১টি।
৩. মিমাংসার সংখ্যা ঃ ১৬ টি।
৪. আইনী সহায়তার সংখ্যা ঃ ৫টি।

CamScanner

ভালনারেবল গ্রুপ ডেভলপমেন্ট (ভিজিডি)

মোট উপকারভোগীর সংখ্যা প্রতি ২ বছর অন্তর অন্তর = ৩২৯২ জন

ক্রঃনং	ইউনিয়নের নাম	দুঃস্থ পরিবারের সংখ্যা
০১	রাজিবপুর	১২৪২ জন
০২	কোদালকাটি	৯০০ জন
০৩	মোহনগঞ্জ	১১৫০ জন

৬.১ উপজেলা পরিষদ ও দপ্তর ভিত্তিক উন্নয়ন প্রস্তাব ও পরিকল্পনা

প্রস্তাবিত প্রকল্পের তালিকাঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত বাজেট	অর্থের উৎস
১	২	৩	৪
	১ নং রাজিবপুর ইউনিয়ন পরিষদ		
১	উপজেলা পরিষদের আভ্যন্তরিন রাস্তা সংষ্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনে ড্রেন নির্মান।	১০,৭৫,০০০/-	এডিপি
২	উপজেলা শিশু পার্ক পুনর্নির্মাণ	৭,৭৫,০০০/-	
৩	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রামে সার্বক্ষনিক বিদ্যুতায়নের জন্য সোলার সিস্টেম স্থাপন।	২০,০০,০০০/	
৪	বালিয়ামারী ব্যাপারী পাড়া মোড় হইতে পূর্ব দিকে নদী পর্যন্ত রাস্তা ৩০০মিঃ পর্যন্ত সি.সি দ্বারা উন্নয়ন।	৭,৭৫,০০০/	
৫	দুলাল মোড় রাস্তা হতে সালাম মাষ্টারের বাড়ীপর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	১০,৭৫,০০০/-	
৬	রাজিবপুর শিমুলতলা হতে উত্তর দিকে রাস্তা উন্নয়ন।	৫,৭৫,০০০/-	
৭	রাজিবপুর ইউনিয়নের কাচারি পাড়া ছামাদের বাড়ির কৃষিফসল রক্ষার্থে ড্রেন নির্মান।	৭,৭৫,০০০/-	
৮	বালিয়ামারি নয়াপাড়া কালামের দোকান মোড় হতে আঃ লতিফের বাড়ীর পূর্ব পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৯	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
১০	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামুল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
১১	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
১২	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামুল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
১৩	১-৯নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
১৪	শিবেরডাঙ্গী মোঃ সুজার আলীর বাড়ি হতে পূর্ব দিকে মোঃ আজির উদ্দিন মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি পাকা করন।	৫,৭৫,০০০/-	

CamScanner

১৫	মরিচাকান্দি মোঃ বেলাল হোসেন এর বাড়ি হতে পূর্ব দিকে নুরমোহাম্মাদ এর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি করন।	৫,৭৫,০০০/-	
১৬	১-৯নং ওয়ার্ডে দুস্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
১৭	চর রাজিবপুর মাঠপাড়া ইমান আলীর বাড়ি হতে পূর্ব দিকে আনোয়ার এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার দক্ষিন পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান।	৩,৭৫,০০০/-	
১৮	চর রাজিবপুর মন্ডল পাড়া নুর উদ্দিনের বাড়ি হতে উত্তর দিকে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসি করন।	৫,৭৫,০০০/-	
১৯	করাতিপাড়া আজগর মন্ডলের বাড়ির সামনে রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান।	৩,৭৫,০০০/-	
	চর সাজাই সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পিছনে গাইড ওয়াল নির্মান।	৩,৭৫,০০০/-	
২০	গড়াইমারী আনসার মাষ্টারের বাড়ি হতে উত্তর দিকে আঃ ছাত্তারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান।	৩,৭৫,০০০/-	
২১	শিবেরডাঙ্গী ইসমাইল মেম্বারের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে ফরিদ উদ্দিনের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৫,৭৫,০০০/-	
২২	শিবেরডাঙ্গী আঃ ছালামের বাড়ি হতে উত্তর দিকে আঃ কাদেরে মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৭,৭৫,০০০/-	
২৩	বালিয়ামারী নয়াপাড়া আসলামের বাড়ি হতে পশ্চিম দিকে আঃ গনি মিয়ার বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৭,৭৫,০০০/-	
২৪	বড়াইডাঙ্গী ডাকাত পাড়া পাকা রাস্তা হতে উত্তর দিকে মরিচাকান্দি আশরাফ আলীর বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৭,৭৫,০০০/-	
২৫	আজগর দেওয়ানীপাড়া আঃ রাজ্জাকের বাড়ি হতে পশ্চিম দিকে আঃ হামিদের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৫,৭৫,০০০/-	
২৬	বালিয়ামারি চান মিয়া মেম্বরের বাড়ি হতে উত্তর দিকে আতাউর মাষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৫,৭৫,০০০/-	
২৭	মিয়াপাড়া মসজিদ হতে পশ্চিম দিকে রাশেদুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৭,৭৫,০০০/-	
২৮	৩নং বাউলপাড়া পাকা রাস্তা হতে মোনাহার দেওয়ানীর বাড়ি বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৩,৭৫,০০০/-	
২৯	৪নং ওয়ার্ডের বড়াইডাঙ্গী মসজিদ হতে মোঃ লুতফর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৫,০০,০০০/	
৩০	৪নং ওয়ার্ড সবুজবাগ রোকনের বাড়ি হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হাফিজা মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৫,০০,০০০/-	
৩১	১নং ওয়ার্ড বালিয়ামারি ব্যাপারি পাড়া রশিদের দোকান হতে পূর্ব দিকে বাচ্চুর বাড়ী পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মান।	৭,৭৫,০০০/	
৩২	পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদ ঘর মেরামত করণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৩৩	রাজিবপুর ইউনিয়নের কাচারি পাড়া ছামাদের বাড়ির কৃষিফসল রক্ষার্থে ড্রেন নির্মান।	৩,৫০,০০০/-	
৩৪	শিবেরডাঙ্গী মোঃ আছির উদ্দিন মাষ্টারের বাড়ি হতে শিবেরডাঙ্গী সপ্রাঃবিদ্যাঃ পর্যন্ত আরসিসি করন।	৩,৫০,০০০/-	
৩৫	মরিচাকান্দি আরসিসি রাস্তার মাথা হতে মসজিদের মোড় পর্যন্ত আরসিসি করন।	৩,৫০,০০০/-	
৩৬	বালিয়ামারী ব্যাপারী পাড়া জহুরুলের বাড়ি হতে মসজিদ পর্যন্ত সিসি করণ।	৩,৫০,০০০/-	
৩৭	রাজিবপুর থানা মোড়ে পানি নিষ্কাশনের জন্য পাইপ স্থাপন।	৩,৫০,০০০/-	

CamScanner

৩৮	৪নং ওয়ার্ডের বড়াইডাঙ্গী মসজিদ হতে মোঃ লুতফর রহমানের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	৩,৫০,০০০/-	
৩৯	৪নং ওয়ার্ড সবুজবাগ রোকনের বাড়ি হতে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে হাফিজা মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত সিসি রাস্তা নির্মান।	৩,৫০,০০০/-	
	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বড়বেড় পুলিশ ক্যাম্পে ঘর নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-	
৪০	মোহনগঞ্জ মদনপাড়া মোত্তালেব মাষ্টারের বাড়ির পিছনে রিং কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-	
৪১	ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে হাবিবের দোকান পর্যন্ত এইচ বি বি করণ।	৩,৫০,০০০/-	
৪২	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
৪৩	গড়াইমারী হাকিমের বাড়ির দক্ষিণ পার্শ্বে রাস্তায় বক্স কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-	
৪৪	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
৪৫	চর রাজিবপুর উপজেলার দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
৪৬	রাজিবপুর ইউনিয়নে ১-৯নং ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ করণ।	২,০০,০০০/-	
৪৭	চর রাজিবপুর আলিম মাদ্রাসায় বাউন্ডারি ওয়াল সংস্কার ও মেরামত করণ।	৩,৫০,০০০/-	
৪৮	বালিয়ামারী বাজার ঘাটে দর্শনার্থীদের বসার জন্য বেঞ্চ স্থাপন করণ।	২,০০,০০০/-	
	২ নং কোদালকাটি ইউনিয়ন পরিষদ		
৪৯	কোদালকাটি ইউনিয়নের চর সাজাই মন্ডল পাড়া হাবিবের বাড়ীর পাশে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৩,৭৫,০০০/-	
৫০	কোদালকাটি ইউনিয়নে কোদালকাটি সপ্রাঃ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ফয়জালের বাড়ির সামনে রিং কালভার্ট নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৫১	কোদালকাটি ইউনিয়নে চর সাজাই যাওয়ার রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৫২	কোদালকাটি ইউনিয়নের ১-৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ সরবরাহ।	৪,০০,০০০/-	
৫৩	কোদালকাটি ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ।	৪,০০,০০০/-	
৫৪	শংকর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ঘর মেরামত।	২,০০,০০০/-	
৫৫	কোদালকাটি ইউনিয়নের উত্তর কোদালকাটি ০১নং ওয়ার্ডে ইদ্রিস হাজীর বাড়ীর পূর্ব পাশে রিং-কালভার্ট নির্মাণ।	৫,০০,০০০/-	
৫৬	কোদালকাটি ইউনিয়নের উত্তর কোদালকাটি ০৩নং ওয়ার্ডে ফয়জারের বাড়ীর পাশে রিং-কালভার্ট নির্মাণ।	৩,৭৫,০০০/-	
৫৭	কোদালকাটি ইউনিয়নের চর সাজাই মন্ডল পাড়া ০৪নং ওয়ার্ডের নবীজলের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে গাইড ওয়াল/স্লোব ড্রেন নির্মাণ।	২,৫০,০০০/-	
৫৮	কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডে চর সাজাই দাখিল মাদ্রাসার পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৫৯	কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৫নং ওয়ার্ডে আজিজুরের বাড়ীর সামনে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৬০	কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৮নং ওয়ার্ডে আনোয়ার মন্ডল বাড়ীর সামনে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৩,৭৫,০০০/-	

CamScanner

৬১	কোদালকাটি ইউনিয়নের ০৭নং ওয়ার্ডে আঃ লতিফ ডাইরেক্টরের বাড়ীর সামনে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৩,৭৫,০০০/-	
৬২	শংকর মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে ঘরের পিড়ালী ও মেঝ পাকা করণ।	৪,০০,০০০/-	
৬৩	চর সাজাই জেলালের বাড়ি হতে উত্তর দিকে আবু বকর সেক্রেটারির বাড়ি পর্যন্ত এইচবিবি করণ।	৪,০০,০০০/-	
৬৪	কোদালকাটি ইউনিয়নে কোদালকাটি সপ্রাঃ বিদ্যালয়ের পশ্চিম পার্শ্বে ফয়জালের বাড়ির সামনে রিং কালভার্ট নির্মাণ।	৪,০০,০০০/-	
৬৫	কোদালকাটি ইউনিয়নে ১-৯ নং ওয়ার্ডের দুঃস্থ জনগণের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ।	৪,০০,০০০/-	
৬৬	কোদালকাটি ইউনিয়নের চর সাজাই মন্ডল পাড়া ০৪নং ওয়ার্ডের নবীজলের বাড়ীর দক্ষিণ পাশে গাইড ওয়াল/স্লোব ড্রেন নির্মাণ।	৪,০০,০০০/-	
	৩ নং মোহনগঞ্জ ইউনিয়ন পরিষদ		
৬৭	শিকারপুর পূর্বপাড়া হাতেম আলী বাড়ী সংলগ্ন ড্রেন পুনঃ সংস্কারকরণ।	৫,৭৫,০০০/	
৬৮	মোহনগঞ্জ মদনপাড়া মোত্তালেব মাষ্টারের বাড়ির পিছনে বক্স/রিং কালভার্ট নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৬৯	ভাইস চেয়ারম্যানের বাড়ী হইতে হাবিবের দোকান পর্যন্ত রাস্তা এইচ বি বি করণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৭০	মদন পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বে ও ব্রীজের দুই পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৪,৭৫,০০০/	
৭১	চর নেওয়াজী হাই স্কুলের উত্তর পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৪,৭৫,০০০/-	
৭২	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুঃস্থ জনগনের মাঝে বিনামূল্যে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০/-	
৭৩	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ।	২,০০,০০০/-	
৭৪	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বড়বেড় পুলিশ ক্যাম্পে বাউন্ডারী ওয়াল ও ঘর নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৭৫	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৭৬	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের চরনেওয়াজী জামে মসজিদ হতে মোহাম্মদ আলীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার পশ্চিম পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৬,৭৫,০০০/-	
৭৭	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের চরনেওয়াজী হাইস্কুল মোড় হতে দক্ষিণ দিকে নদীঘাট পর্যন্ত রাস্তা ভায়া রশিদের দোকান হতে দক্ষিণ দিকে আবু বক্করের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত করণ।	৪,৭৫,০০০/-	
৭৮	দিয়ারার চর ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৭৯	দিয়ারার চর কফিল উদ্দিনের বাড়ি হতে চরনেওয়াজী হাইস্কুল পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১০,৭৫,০০০/-	
৮০	বড়বেড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠের দক্ষিন দিকে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	৮,৭৫,০০০/	
৮১	৬নং ওয়ার্ডের জোয়ানী পাড়া লতিফের বাড়ি হতে উত্তর দিকে সাইদুর মাষ্টারের বাড়ি হয়ে পূর্ব দিকে নাদের মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৭,৭৫,০০০/-	
৮২	৭নং ওয়ার্ডের কলকিহারা মসজিদ হয়ে কলকিহারা প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়ে পূর্ব দিকে নদী ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৮৩	৭নং ওয়ার্ডের আবু চেয়ারম্যানের বাড়ি হইতে কলকিহারা মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করণ।	৭,৭৫,০০০/-	

৮৪	৭নং ওয়ার্ডের নয়াচর মদনপাড়া ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	১০,৭৫,০০০/-	
৮৫	নয়াচর জিলাপাড়া হতে উত্তর দিকে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৩,৫০,০০০/-	
৮৬	মদনপাড়া সামাদের বাড়ির পশ্চিম দিকে কালভার্ট নির্মাণ।	৪,৫০,০০০/-	
৮৭	কোলপাড়া আমিরের বাড়ির পশ্চিম দিকে কালভার্ট নির্মাণ।	৪,৫০,০০০/-	
৮৮	নয়াচর মদনপাড়া নজরুলের বাড়ির পূর্ব পাশে কালভার্ট নির্মাণ।	৪,৫০,০০০/-	
৮৯	নয়াচর মন্ডল পাড়া ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	৮,৭৫,০০০/-	
৯০	নয়াচর শংকরপুর পাড়া হাবিলের বাড়ি হতে সামাদের বাড়ি পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/	
৯১	৯নং ওয়ার্ডের নয়াচর গ্রামের গফুর সরকারের বাড়ি হতে নয়াচর বাজার পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৯২	নয়াচর গোয়াইল পাড়া চান মিয়া মিস্ত্রির বাড়ি হতে শাহজাহানের বাড়ি পর্যন্ত গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৯৩	সন্ন্যাসিকান্দি ঈদগাহ মাঠের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ।	৫,৭৫,০০০/-	
৯৪	৩নং ওয়ার্ডের বড়বেড় বাজারের জামালের বাড়ির নিকট রাস্তার উত্তর পাশে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৭,৭৫,০০০/-	
৯৫	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৫নং ওয়ার্ডে চরনেওয়াজী হাইস্কুল হতে পশ্চিম দিকে রশিদের দোকান পর্যন্ত রাস্তায় ২০০ মিটার আরসিসি করণ।	১০,৭৫,০০০/	
৯৬	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে আলম মেম্বারের বাড়ি হতে দক্ষিন দিকে রঞ্জু মাষ্টারের বাড়ি ভায়া রশিদের দোকান হতে পশ্চিম দিকে মিষ্টারের বাড়ি পর্যন্ত ১ কিঃমিঃ এইচবিবি করন।	৫,৭৫,০০০/	
৯৭	নয়াচর শংকরপুর পাড়া মাঠের ভিটা ঈদগাহ মাঠের পূর্ব দিকে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মান।	৭,৭৫,০০০/	
৯৮	৬নং ওয়ার্ডে পাটাধোয়া পাড়া কাদের ডাঃ এর দোকান হতে পশ্চিম দিকে সাকোয়াতের দোকান পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৫,৭৫,০০০/	
৯৯	৬নং ওয়ার্ডে সিলেট পাড়া পাকা রাস্তা হতে জামালপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	১০,৭৫,০০০/	
১০০	৬নং ওয়ার্ডে তিনখোপা পাড়া হতে উত্তর দিকে পাকা রাস্তার দুই পাশে গাইড ওয়াল নির্মান।	৮,৭৫,০০০/	
১০১	৬নং ওয়ার্ডে সিলেট পাড়া আলমের বাড়ি হতে পশ্চিম দিকে আদর্শগ্রাম পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	১০,৭৫,০০০/	
১০২	৭নং ওয়ার্ডে মিলন পাড়া কবর স্থানে মাটি ভরাট।	৮,৭৫,০০০/	
১০৩	৬নং ওয়ার্ডে পাটাধোয়া পাড়া পাকা রাস্তা গতে পূর্বদিকে জামালপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৫,৭৫,০০০/	
১০৪	৯নং ওয়ার্ডে লিটনের বাড়ি হতে উত্তর দিকে খলিলুরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৫,৭৫,০০০/	
১০৫	৬নং ওয়ার্ডে পাটাধোয়া পাড়া পাকা রাস্তা গতে পূর্বদিকে জামালপুর সীমানা পর্যন্ত রাস্তা মেরামত।	৫,৭৫,০০০/	
১০৬	চরাঞ্চলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে ৩০০০ ফিট ফিতা পাইপ সরবরাহ।	৫,৭৫,০০০/	
১০৭	মোহনগঞ্জ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে বাউন্ডারী ওয়াল সংস্কার ও মেরামত করণ।	৫,৭৫,০০০/	
১০৮	মোহনগঞ্জ ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডে দুঃস্থ কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে স্প্রে মেশিন সরবরাহ ।	৫,৭৫,০০০/-	
১০৯	চড়াইহাটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্বে গাইড ওয়াল নির্মান।	৪,৭৫,০০০/	

সপ্তম অধ্যায়
২০২২-২০২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

বাজেট সার-সংক্ষেপ
অর্থ বছর ২০২২-২০২৩

বাজেটের সার-সংক্ষেপ ঃ

বিবরণ		বিগত বছরের(প্রকৃত)	চলতি বছরের বাজেট	পরবর্তি বছরের বাজেট
অংশ ১	রাজস্ব হিসাব			
	রাজস্ব	১,৯৩,৯২,৪৩২/-	১,৯২,০৬,০০০/-	২,২২,০১,০০০/-
	মঞ্জুরি	-	-	
	মোট আয়	**১,৯৩,৯২,৪৩২/-**	**১,৯২,০৬,০০০/-**	**২,২২,০১,০০০/-**
	রাজস্ব হিসাব থেকে ব্যয়	৩১,০৭,৬৮০/-	৪৭,৪০,০০০/-	২,০৮,৮৯,০০০/-
	রাজস্ব উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি (ক)	১,৬২,৮৪,৭৫২/-	১,৪৪,৬৬,০০০/-	১,৩১,৫২,০০০/-
অংশ ২	**উন্নয়ন হিসাব**			
	উন্নয়ন মঞ্জুরি/অনুদান	৩০,০০০/-	১,১৭,০০,০০০/-	৯০.০০.০০০/-
	অন্যান্য মঞ্জুরি/অনুদান	৪,১০,৬৯,৮৯৮/-	২,১৯,০০,০০০/-	৪,৯৮,৯২,৪০০/-
	মোট (খ)	**৪,১০,৯৯,৮৯৮/-**	**৩,৩৬,০০,০০০/-**	**৫,৮৮,৮২,৪০০/-**
	মোট সম্পদ (ক + খ)	**৫,৭৩,৮৪,৬৫০/-**	**৪,৮০,৬৬,০০০/-**	**৭,২০,৩৪,৪০০/-**
	উন্নয়ন হিসাব থেকে ব্যয়	৪,১০,৯৯,৮৯৮/-	৩,৩৬,০০,০০০/-	৩,৫৭,০০,০০০/-
	মোট বাজেট উদ্বৃত্ত/ ঘাটতি	১,৬২,৮৪,৭৫২/-	১,৪৪,৬৬,০০০/-	৩,৬৩,৩৪,৪০০/-
	বিগত বছরের জের (১ জুলাই)	-	-	-
	সমাপনী জের	**১,৬২,৮৪,৭৫২/-**	**১,৪৪,৬৬,০০০/-**	**৩,৬৩,৩৪,৪০০/-**

CamScanner

অষ্টম অধ্যায়
মনিটরিং ও মূল্যায়ন

৮.১ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের উদ্দেশ্য

উপজেলার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ করার জন্য তাদের একটি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল থাকবে, যার মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে প্রকল্প/ স্কিমের বাস্তবায়নের অগ্রগতি এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য (objectives) ও কর্মদক্ষতার সূচকের (performance indicators) ভিত্তিতে তাদের কর্মসম্পাদন দক্ষতা নিরূপন করতে সক্ষম হবে। অতএব উপজেলা পরিষদের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ থাকা প্রয়োজন, যা বৃহত্তর পরিসরে সরকারের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতিতে ভূমিকা রাখবে। পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল উপজেলা পরিষদ ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগিদের নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ জানতে সাহায্য করে:

(১) পরিকল্পনা অনুসারে পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা

(২) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের জন্য সঞ্চালন করা হয়েছে কিনা

(৩) সম্পদ সমূহ (তহবিল, উপকরণ বা মানব সম্পদ) ইত্যাদি যে কাজের জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেই কাজের বাইরে অন্য কাজের জন্য সঞ্চালন করা হচ্ছে কিনা

(৪) বাস্তবায়িত কাজের ফলাফল (outputs) পরিকল্পনা অনুসারে হয়েছে

(৫) নির্ধারিত উদ্দেশ্য অনুসাওে কাজের ফলাফল অর্জিত হয়েছে কিনা এবং নির্ধারিত উদ্দেশ্য সমূহ এখনো প্রাসঙ্গিক আছে কিনা

(৬) পরিকল্পনা তার লক্ষ্য অর্জন করেছে কিনা, যেমন: উপজেলার অভিষ্ট জনগোষ্টির জীবনযাপনে প্রত্যাশিত পরিবর্তন এনেছে।

বিভিন্ন পর্যায়ে অন্যান্য পরিচালন ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য সম্পাদন এবং কেন্দ্রীয় সরকার ও উন্নয়ন সহযোগিদের জন্যেও পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োজন।

পাশাপাশি বার্ষিক পরিকল্পনারও একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতি থাকবে যা পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নকে সহযোগিতা করবে। সেই কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও অভিষ্টের আলোকে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবীক্ষণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

CamScanner

৮.২ বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলের মানদন্ড ও নীতি

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশলনিম্নলিখিত মানদন্ড ও নীতির ভিত্তিতে প্রণীত হয়েছে:

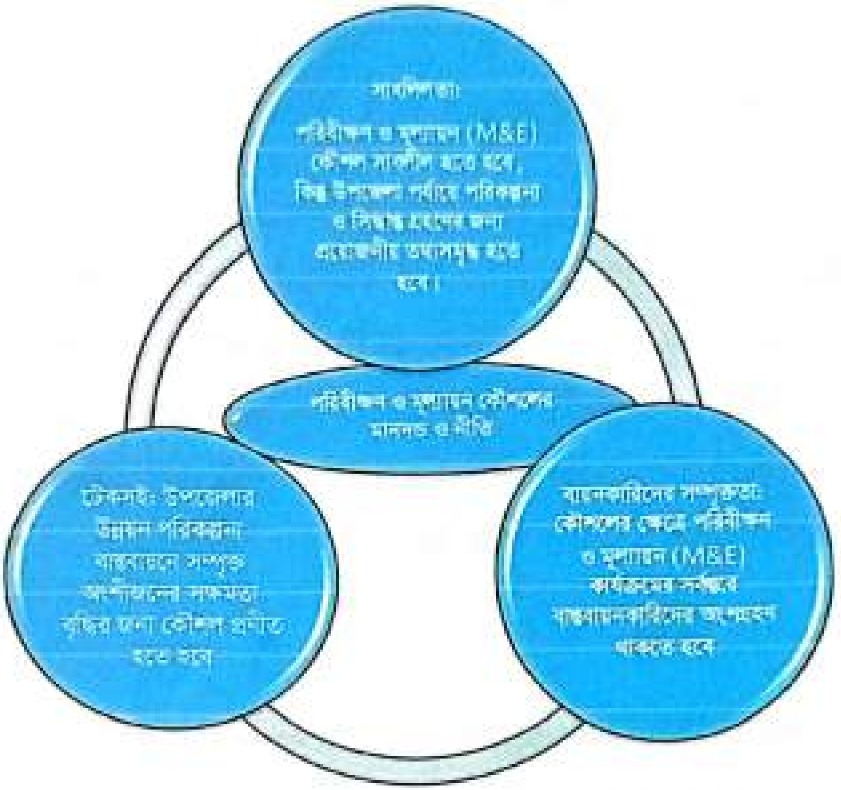

এই মানদন্ড ও নীতি পরস্পর সম্পর্কিত এবং উপজেলার উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ভূমিকা রাখে।

৮.৩ বার্ষিক পরিকল্পনা পরিবীক্ষণের ফরম্যাট

বার্ষিক পরিকল্পনার পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কৌশল অনুসারে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ১) এবং বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদনের জন্য (সারণী ২) নিম্নের সুপারিশকৃত পরিবীক্ষণ ফরম্যাট ব্যবহার করবে।

CamScanner

৮.৪ পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো

পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোঃ

বার্ষিক পরিকল্পনা মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সূচকের ভিত্তিতে এবং যে পরিকল্পনা অনুসারে বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে তার প্রেক্ষিতে পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা ও প্রত্যাশিত ফলাফলের অগ্রগতি ও অর্জন নির্ধারণের জন্য নিয়মিত তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষন করবে। উপজেলা পরিষদ সাধারণভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এটা সম্পাদন করবে। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন ও সভায় ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে উপজেলা পরিষদকে সহযোগিতা করবে।

উপজেলা পরিষদ এর সভায় অর্থ বছরের শেষে উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণভাবে প্রকল্প/ স্কিম বাস্তবায়িত হয়েছে কি না বা শুরুতে নির্ধারিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতোটা অর্জিত হয়েছে তা নির্ধারণের জন্য এবং যে উদ্দেশ্যে সম্পদ বরাদ্দ করা হয়েছিল সেই অনুসারে ব্যবহৃত হয়েছে কিনা তা যাচাইয়ের জন্য সমন্বিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে। পূর্বের মতোই উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় প্রস্তুত তথ্য ও উপকরণের ভিত্তিতে ইউএনও অর্থ বছরের শেষে প্রতিবেদন প্রস্তুত করবে এবং চূড়ান্ত মূল্যায়নের জন্য উপজেলা পরিষদের সভায় পেশ করবে।

প্রতিবেদন ও যোগাযোগ কৌশলঃ

বার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্প/ স্কিমের অগ্রগতি সম্পর্কে উপজেলা পরিষদ ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন জেলায় ও এলজিডিতে প্রেরণ করবে। উপজেলা পরিষদ একইভাবে উপজেলা পরিষদের তথ্য প্রকাশের দায়িত্ব হিসেবে এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক সমন্বিত প্রতিবেদন ইউনিয়ন পরিষদসমূহ ও পৌরসভায় প্রেরণ করবে।

দশম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন ব্যবহার নির্দেশিকা ঃ

উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন তহবিল ব্যবহার নির্দেশিকা মোতাবেক উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান, উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা প্রকৌশলী, চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালন, সম্পদ ব্যবহার ও এর ফলাফল পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবেন। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা প্রকৌশলী পরিকল্পনা বিষয়ক কারিগরি কমিটি উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন, তত্ত্বাবধান ও অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রস্তুত করবেন।

(মোঃ আকবর হোসেন হিরো)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
চর রাজিবপুর, কুড়িগ্রাম।

CamScanner